টলস্টয়ের গল্প

বোকা আইভান

ফয়েজ আহ্‌মদ

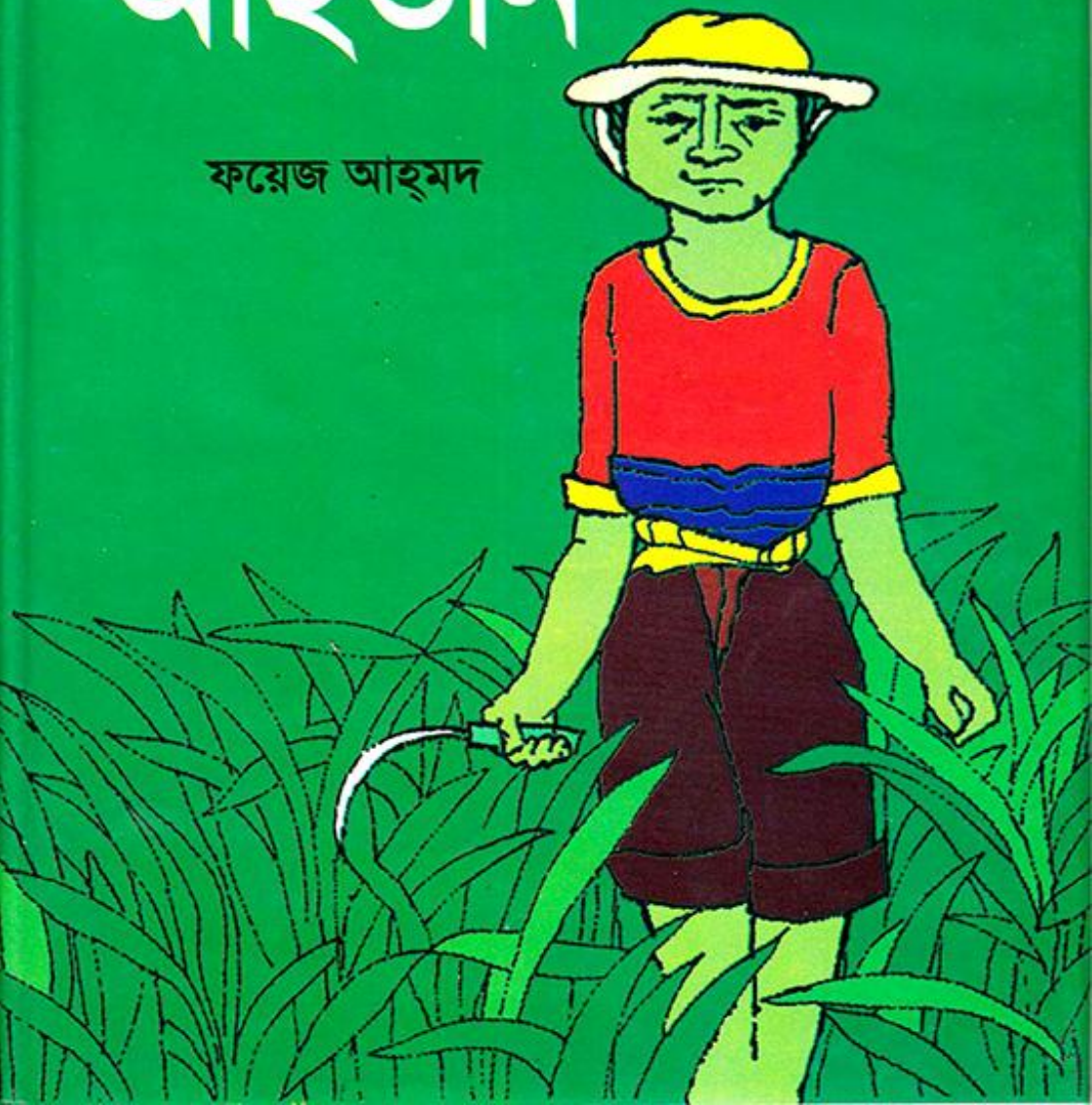

টলস্টয়ের গল্প

বোকা আইভান

ফয়েজ আহ্‌মদ

eBook Created By: **Sisir Suvro**

Find More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.amarboi.com

www.banglaepub.com

www.boierhut.com/group

আনিকা আনতারা মৃদুলা

মৃদুলা প্রকাশন ৩৮/৪, বাংলাবাজার

Rat- SSoo

CPir: oysya-GSvo a

স্বত্ব: লেখক

প্রচ্ছন্দঃ

সমর মজুমদার

কম্পোজ

গ্যালাক্সী প্রিন্টার্স

মুদ্রণ

অক্ষর বিন্যাস প্রিস্টিং প্রেস ৫৯/৩, ইসলামপুর রোড, বাবুবাজার ঢাকা-১১০০

মূল্য: ৭০.০০ টাকা মাত্র ISBN 984 870809 X

BOKA IVAN Stories by Tolstoy for Children). By Faiz Ahmad Published by Anika Antara Mridula, Mridula Prokashan. 38/4, Banglabazar. 1st Floor. Dhaka-100. New Edition: February 2012

Cover Design: Samar Majumder

Price: Taka 70.00 Only

USS . 4.00 Only

উৎসর্গ

বাড়ির যে মেয়ে বইকে বন্ধু করেছে সেই রেহেনা শিল্পীর জন্যে

এতে আছে

১. বোকা আইভান

২. দুই

৩. বড়রা ঝগড়া করে

৪. সামান্য ডিম নিয়ে

৫. শয়তানের পরাজয়

৬. বন্দী

বোকা আইভান

আজ থেকে অনেক দিন আগে কোনো এক দেশের কোনো এক গ্রামে বাস করত এক ধনী কৃষক। তার ছিল তিন ছেলে-সৈনিক সাইমন, বলিষ্ঠ তারাস ও বোকা আইভান। তাছাড়া এক মেয়ে মার্থা, বোবা ও কালা সে। বেচারার বিয়ে হয়নি।

সাইমন যুদ্ধে গেল কাজ করতে রাজার পক্ষে। তারাস গেল শহরে ব্যবসা করতে। বোকা আইভান বোনকে নিয়ে খেত চাষ করতে বাড়িতে রইল।

ওদিকে সাইমন সৈন্য বিভাগে বড় কর্মকর্তা হয়ে বিয়ে করেছে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। সম্পত্তি হয়েছে অনেক। কিন্তু মোটা মাইনেতেও তার বউ কুলোতে পারে না। তাই সাইমন বাবার কাছে গিয়ে সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ দাবি করল।

বাবা বললেন: তুমি তো রুজি করে কিছু দাওনি। তোমাকে সম্পত্তি দিলে আইভান ও মার্থার প্রতি অবিচার করা হবে।

আইভান বোকা, আর মার্থ বোবা-কালা। তারা সম্পত্তি দিয়ে কী করবে? বলল সাইমন।

কিন্তু আইভান বলল: সাইমন নিয়ে যাক তার যা খুশি।

সাইমন তার সম্পত্তি নিয়ে গেল। তারাস মোটা টাকা রুজি করেছে। ব্যবসা করে। ধনী ব্যবসায়ীর মেয়ে বিয়ে করেছে সে। কিন্তু টাকায় কুলোয় না। একদিন সেও এসে বাবার সম্পত্তি ভাগ করে নিয়ে গেল। আইভান হেসে বলল; আমি খেটে খাব, তাতে কি!

এসব দেখে বুড়ো শয়তানের কিন্তু রাগ হলো ভয়ানক। সে দেখল সম্পত্তি নিয়ে কোনো ঝগড়াই ভাইদের মধ্যে হলো না। কেউ ঝগড়া না করলে, অন্যায় না করলে তার যেন শান্তি নেই। তাই সে তিন খুদে শয়তানকে ডেকে বলল:

বুড়োর ছেলেরা শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে। মহাবোকা আইভান সব সর্বনাশ করে দিয়েছে। তোমরা গিয়ে এমন ব্যবস্থা করো, যাতে তারা ঝগড়া করে পরস্পরের চোখ তুলে নেয়!

'ঠিক আমরা ব্যবস্থা করব।' খুদে শয়তানরা বলল।

কী করে করবে?

'কেন?' উত্তর দিল তারা—'প্রথমে একে একে সবার সম্পত্তির সর্বনাশ করব। খাদ্য না থাকলে তারা সবাই একসঙ্গে বাস করতে যাবে। তখন তারা নিশ্চয়ই মারামারি করবে।'

বুড়ো শয়তান খুশি। 'ঠিক আছে, তা-ই করোগে। কিন্তু যদি ব্যর্থ হও, রক্ষে নেই—তোমাদের গায়ের চাম তুলে ফেলব।'

খুদে শয়তানরা একটা জলাভূমিতে গিয়ে পরামর্শ করল, কে কোন ভাইয়ের সর্বনাশ করবে। তারা ঠিক করল, একজনের কাজ শেষ হলে অপরকে সাহায্য করবে।

কিছুদিন পরে খুদে শয়তানরা সেই জলায় এসে কাজের হিসাব করতে বসল, কত দূর এগিয়েছে। সাইমনের শয়তান বলল: আমি কাজ সেরে ফেলেছি। কালকেই সাইমন ফকির হয়ে বাড়ি ফিরবে।

'কী করে করলে কাজটা?'

সে বর্ণনা করল: সাইমনকে এত মনের বল দিলাম যে, সে পৃথিবী জয় করতে চাইল। রাজা তাকে সেনাপতি বানিয়ে পাশের রাজ্যের সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠাল। কিন্তু আমি সাইমনের গোলাবারুদ সব অকেজো করে দিলাম আর প্রতিপক্ষ রাজার জন্যে মন্ত্র দিয়ে ঘাসের অগুনতি সৈন্য বানালাম এই দেখে তো সাইমনের সৈন্যরা ভয়ে অস্থির। তাছাড়া কামান-বন্দুকের একটা গুলিও ছুটল না। সাইমনের সৈন্যরা পরাজিত হয়ে ভয়ে ভেড়ার পালের মতো পালাল। রাজা রেগে সাইমনের সব সম্পত্তি নিয়ে গেছে। কাল তার প্রাণ যাওয়ার কথা রাজার

হুকুমে। তবে তাকে আমি বঁচিয়ে বাড়ি পাঠাব। এখন তোমাদের একজনকে আমি সাহায্য করতে পারব।

দ্বিতীয় শয়তান বলল; আমি সাহায্য চাই না। তারাসকে শেষ করে এনেছি প্রায়। তাকে আমি এত লোভী করেছি যে সে যা কিছু দেখে তা-ই কিনতে চায়। সে এত জিনিস কিনেছে যে টাকাও ফুরিয়ে গেছে। এখন টাকা ধার করে দেনার বোঝা বাড়িয়েছে, এটা তার পক্ষে পরিশোধ করা অসম্ভব। সমস্ত খুইয়ে সে শিগগিরই বাবার বাড়িতে এসে হাত পাতল বলে।

'না ভাই, আমার কাজ মোটেই এগোচ্ছে না।' বলল বোকা আইভানের শয়তান।

'কেন? কেন?' অন্য দুজন জিজ্ঞেস করল।

'প্রথমে আমি তার পেটে ব্যথা ধরিয়ে দিলাম, যেন সে কাজ করতে না পারে। পরে খেতের মাটি পাথরের মতো শক্ত করলাম। কিন্তু আইভান এত বোকা যে, ওই শক্ত মাঠই সে পেটের ব্যথা নিয়ে চাষ করতে লাগল। আমি তার লাঙল ভেঙে দিলাম। কিন্তু দমল না সে। বাড়ি থেকে আর একটা লাঙল এনে চাষ করতে শুরু করল। আমি মাটির নিচে গিয়ে তার লাঙল টেনে ধরলাম। সে আরো শক্তি দিয়ে চাষ করল। এখন সামান্য একটু জায়গা বাকি আছে। ধারালো লাঙলের ফলায় আমার হাত কেটে গেছে। তোমরা সাহায্য না করলে সে কাজ করে ফসল ফলাবে, অভাব থাকবে না ভাইদের। সবই মাটি।' ঘটনা বর্ণনা করল আইভানের শয়তান।

সাইমনের শয়তান আগামীকাল সাহায্য সারতে গেল। কিন্তু লাঙল যেন চলে না। খুদে শয়তান পা দিয়ে চেপে ধরেছে লাঙলের ফলা। আইভান ফলার নিচে হাত দিতেই একটা নরম জিনিস ঠেকাল। উঠিয়ে দেখে, এ যে একটা কালো শিকড়ের মতো কিলবিল করছে—শয়তান!

সে খুদে শয়তানটাকে মারতে চাইল। কিন্তু শয়তান চিঁ চিঁ করে কেঁদে বলল; আমাকে ব্যথা দিয়ো না, যা বলবে। আমি তা-ই তোমার জন্য করব।

'আচ্ছা কী করতে পার তুমি?' আইভান ভেবেচিন্তে জিজ্ঞেস করল— 'আমার পেটের ব্যথা সারাতে পারবে?'

'কেন পারব না?' এই বলে সে মাটির মধ্যে খুঁজে খুঁজে তিনটে শিকড় এনে দিল।

বলল; একটা খেলেই তোমার রোগ সেরে যাবে।

আইভান একটা শিকড় খেতেই পেটের ব্যথা ভালো হয়ে গেল।

শয়তান আবার বলল: ছেড়ে দাও আমাকে; আর আসব না। ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথে সে এক লাফে মাটির ভেতর প্রবেশ করল। সেখানটায় কেবল গর্ত হয়ে রইল।

আইভান খেত চাষ করে ঘোড়া-লাঙল নিয়ে বাড়ি গিয়ে দেখে বড় ভাই সাইমন ও তার বউ বসে খাচ্ছে। সাইমন সব হারিয়ে প্রাণ নিয়ে জেল থেকে পালিয়েছে।

সাইমন বলল: আইভান, তোমাদের সাথে থাকতে এসেছি। কোনো একটা কাজ না পাওয়া পর্যন্ত চালিয়ে নাও আমাদের।

'ঠিক আছে, তোমরা থাকবে না কেন?' আইভানের উত্তর।

আইভান খেতে বসতেই সাইমনের বউ নাক কুঁচকে বলল: এই অপরিষ্কার কৃষকের সঙ্গে আমি খেতে পারব না। সাইমনও সে কথায় সায় দিল। ভাইকে বলল: আইভান, তুমি বাইরে বসে খাও।

আইভান বলল; ঠিক আছে, 'আমাকে তো সারা রাত বাইরে ঘোড়াকেই ঘাস খাওয়াতে হবে।' সে কিছু খাবার, গায়ের কোট ও ঘোড়া নিয়ে মাঠে চলে গেল।

এবার সাইমনের শয়তান আইভানের শয়তান বন্ধুকে সাহায্য করতে এসে খুঁজে খুঁজে হয়রান। বন্ধুকে না পেয়ে পেল একটা গর্ত। ভাবল সে, নিশ্চয়ই বন্ধুর বিপদ হয়েছে।

খেত চাষ করা হয়ে গেছে দেখে সে ঘাসের খেতে লুকিয়ে রইল আইভানকে শায়েস্তা করতে। শেষে এমনভাবে পানি বইয়ে দিল খেতে যে সমস্ত ঘাস কাদায় ঢেকে গেল। আইভান ভোরে ঘাস কাটতে এলো কাস্তে নিয়ে। কিন্তু কাস্তে তার চলে না। ধার কমে গেছে। সে নিজের মনে বলল, বাড়িতে গিয়ে এটাকে ধার করতে হবে। এক সপ্তাহ লাগলেও ঘাস কাটা আমাকে শেষ করতে হবে।

এ কথা শুনে শয়তান অন্য বুদ্ধি বের করল।

আইভান কাস্তে ধার করে এনে ঘাস কাটতে লাগল। কিন্তু দ্বিতীয় শয়তান কাস্তের মাথা মাটির নিচে ধরে রাখতে চাইল। খুব কষ্ট করে আইভান ঘাস কাটল। জলার দিকে একটু জায়গা বাকি রইল। শয়তান ভাবল—যদিও আমার থাবা কেটে গেছে। তবু তাকে জলার ঘাস কাটতে দেব না।

জলার ঘাস তো সহজে কাটতে চায় না। আইভান রেগে সমস্ত শক্তি দিয়ে শাই শাই করে কাস্তে চালালো। ভয়ে শয়তান ঢুকল একটা ঝোপে। সেটাও কেটে ফেলল আইভান। কাস্তের ঘায়ে শয়তানের লেজের অর্ধেক কেটে গেল। সে গেল আবার যব কাটতে। শয়তান তাকে জব্দ করতে পারল না। কালকে আইভান জব কাটতে আসবে, তখন দেখব—ভাবল শয়তান।

কিন্তু সকালে এসে শয়তান দেখে রাতেই আইভান সব জই কেটে ফেলেছে। বোকা বনে শয়তান বলল: আমার সর্বনাশ করেছে সে—লেজ কেটেছে, থাবা কেটেছে, এ যে একটা যুদ্ধ! আচ্ছা, আমি তার ঘাস-খড়ের গাদা পচিয়ে ফেলব।

সে খড়ের গাদায় ঢুকে খড় পচাতে শুরু করল। কিন্তু খড়ের গরমে শয়তান ঘুমিয়ে পড়ল। এবার আইভান মালবাহী গাড়ি নিয়ে এসে খড় তুলতে লাগল ফরক বা লোহার কাঁটা দিয়ে। ফরক হচ্ছে এক প্রকার বড় দাঁতওয়ালা গাইতি। ব্যস, একেবারে ফরকটা শয়তানের পিঠের মাঝে গিয়ে বিঁধল। আইভান ফরক উঠিয়ে দেখে খুদে শয়তান— লেজকাটা শয়তানটা চিঁ চিঁ করে কাঁদছে।

আইভান বলল: কী, আবার তুমি এসেছ?

'না। আমি আর একজন'; শয়তান বলল—'সাইমনের সাথে ছিলাম।'

গাড়ির ওপর আইভান তাকে আছাড় দিতে যাচ্ছিল। শয়তান কেঁদে বলল; আমাকে যা করতে বল, করে দেব। আমাকে ছেড়ে দাও।

'কী করতে পার তুমি?'

'যে কোনো জিনিস দিয়ে সৈন্য তৈরি করতে পারি।' বলল সে।

'কিন্তু তারা কী কাজে আসবে?' আইভানের প্রশ্ন।

'তুমি তাদের দিয়ে যা খুশি করাতে পারো।'

'তারা কি গান গাইতে পারে?' আইভান বলল।

'তুমি বললেই গাইবে।'

'আচ্ছা বানাও দেখি কয়েকজন সৈনিক।'

শয়তান বলল: এক আঁটি খড় নিয়ে মাটির ওপর দাঁড় করিয়ে শুধু বলো:

'ভৃত্য আমার হুকুম দিল হে খড়, জেনে নাও—
তোমরা সবাই একটি করে সৈন্য হয়ে যাও!'

আইভান এক আঁটি খড় মাটিতে দাঁড় করিয়ে সেই মন্ত্র পড়ল। কী আশ্চর্য! খড় থেকে একদল সৈন্য হয়ে গেল, দুজন বংশীবাদক ও ঢাকীও রয়েছে।

আইভান অবাক হয়ে হাসল। ভূত্য শয়তানের নামে কথাগুলো বলতেই কী সব ঘটে গেল।

'আমাকে এখন যেতে যাও।' বলল শয়তান।

''না না, তুমি আমাকে বলে দাও, কী করে এদের আবার খড় বানানো যাবে। নইলে যে ফসল সব খেয়ে ফেলবে।' আইভান বলল। খুদে শয়তান মন্ত্র পড়তে বলল আইভানকে:

'ভৃত্য আমার হুকুম দিল পরে—
সৈন্যরা সব বদলে যাও তো খড়ে।'

মন্ত্র পড়তেই সৈন্যরা খড় হয়ে গেল। আইভান শয়তানকে ছেড়ে দিল। আর সে এক লাফে মাটির মধ্যে ঢুকে গেল—সেখানে শুধু রইল একটা গর্ত।

আইভান বাড়ি এসে দেখে ধনী ভাই তারাস তার বউ নিয়ে বসে খাচ্ছে। তারাস ধার শোধ করতে না পেরে বাবার কাছে ফিরছে। সে আইভানকে বলল: কোনো ব্যবসা আরম্ভ না করা পর্যন্ত তোমাদের সাথে থাকতে চাই।

তাদের সাথে আইভানও খেতে বসল। কিন্তু তারাসের বউ বলল: এই নোংরা লোকটার সাথে বসে আমি খেতে পারব না। ওর শরীরে গন্ধ।

ভাই তারাস বলল: আইভান, তোমার গায়ে গন্ধ, বাইরে গিয়ে খাও।

ঠিক আছে, আমি যাই, বলল আইভান, 'এখন ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াতে হবে।' সে কিছু খাবার নিয়ে বাইরে গেল।

এদিকে তারাসের খুদে শয়তান বন্ধুকে সাহায্য করতে এসে দেখে দুটো গর্ত। চারদিকে কিন্তু বন্ধুদের সে খুঁজে পেল না। ভাবল—নিশ্চয়ই বন্ধুরা বিপদে পড়েছে! শয়তান আইভানের খোঁজে বের হলো।

তিন ছেলে আর দুই ছেলে বউকে নিয়ে বুড়ো কৃষকের বাড়িতে জায়গা হয় না। তাই আইভান নতুন ঘর বানাবার জন্যে বনে গাছ কাটতে গেছে। তিন নম্বর শয়তান সেখানে উপস্থিত। সে গাছের ডালে বসল। একটা গাছ কেটে মাটিতে ফেলতে পারল না আইভান। অন্য গাছের ডালে আটকা পড়ে গেল। সে একটা লম্বা বাঁশ এনে নামাল ওটা। আরো কয়েকটা গাছ কাটার পর এভাবেই তাকে টেনে নামাতে হলো, সহজে মাটিতে পড়ছিল না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কিন্তু অতি কষ্ট করে মাত্র কয়েকটা গাছ কাটা হয়েছে। তদুপরি তার পিঠ ব্যথা করছিল। তাই সে বিশ্রাম নিতে বসল। শয়তান খুশি হলো। সেও হাত-পা ছড়িয়ে বসল।

কিন্তু আইভান একটু পরে উঠেই কুড়াল চালিয়ে একটা গাছ মাটিতে ফেলল। হঠাৎ এ কাণ্ডটা ঘটবে, তা শয়তান ভাবতেও পারেনি। তার থাবা আটকা পড়ে গেছে গাছটার ডালে। আইভান গাছের ডাল ছাড়াতে গিয়ে আবার একটা জীবন্ত খুদে শয়তানকে দেখল। সে বলল: আবার তুমি এসেছ, চাঁদ?

'আমি অন্য একজন, তারাসের শয়তান।'

শুনেই আইভান তাকে কুড়োল দিয়ে দুটুকরা করতে যাচ্ছিল। শয়তান কেঁদে চিৎকার করে বলল; আমাকে মেরো না। আমি তোমার জন্য যা বল। তা-ই করব।

'কী কাজ করতে পার তুমি?'

'টাকা বানাতে পারি-যত টাকা চাও।'

'বানাও তো টাকা।' বলল আইভান।

শয়তান বলল: এই ওক গাছটার কটি পাতা নিয়ে তোমার মাথায় ঘষে দেখো, চাক চাক সোনা পড়বে মাটিতে।

আইভান কটি পাতা নিয়ে মাথায় ঘষতেই অনেক সোনা পড়ল হাত থেকে।

‘আমাকে এখন ছেড়ে দাও।’ অনুরোধ করল শয়তান।

আইভান তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল: ‘পালাও!’

শয়তানটা মাটির মধ্যে ঢুকে পড়ল এক লাফে, কেবল একটা গর্ত হয়ে রইল সেখানে।

আইভান গাছ কেটে আনল। আর তা দিয়ে বাড়ি বানানো হলো। আইভানের ভাইয়েরা ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করল। ফসল তোলার পর সে একদিন ভাইদের নিমন্ত্রণ করল। কিন্তু তারা ঘৃণার সাথে বলল: আমরা কৃষকের ভোজসভায় যাই না।

আইভান গাঁয়ের কৃষক ও তাদের বউদের পেটপুরে খাওয়াল। সে নিজেও অতিরিক্ত পানাহার করে প্রায় মাতাল হয়ে গেল। রাস্তায় ছেলেমেয়েরা আনন্দে নাচছিল। আর গাইছিল।

তখন সে রাস্তায় গিয়ে মেয়েদের বলল; আমার জন্যে তোমরা একটা গান গাইবে। আমি তোমাদের এমন জিনিস দেব, যা তোমরা জীবনে দেখনি।

মেয়েরা হাসতে হাসতে তার প্রশংসা করে গান গাইল। পরে বলল: দাও এখন আমাদের উপহার।

আইভান একটা ঝুড়ি নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকল। মেয়েরা হেসে বলল: বোকা আইভান! বেচারা!

কিন্তু অল্প পরেই আইভান ঝুড়ি বোঝাই করে কী যেন নিয়ে এলো।

‘এই নাও উপহার’—বলে আইভান মেয়েদের দলের মধ্যে ছুড়ে মারল মুঠি মুঠি সোনা! সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল সোনা কুড়োতে; মেয়েদের চারপাশের লোকেরা পরস্পরের কাছ থেকে সোনা ছিনিয়ে নিল। বুড়ির সব সোনা আইভান বিলিয়ে দিল। তারা আরো চাইল। সে বলল; আজ তো নেই আর। আরেক দিন দেব। এখন চলো নাচি; তোমরা আমাকে গান শোনাবে।

মেয়েরা গান গাইল। কিন্তু আইভানের পছন্দ হলো না। ‘কোথায় তুমি এর চেয়ে ভালো গান শুনতে পাবে?’ মেয়েরা বলল।

‘আচ্ছা, তোমাদের তবে গান শোনাচ্ছি।’ আইভান গোলা থেকে এক আঁটি খড় নিয়ে মন্ত্র পড়ল:

‘ভূত্য আমার হুকুম দিল হে খড়, জেনে নাও—
তোমরা সবাই একটি সৈন্য হয়ে যাও!’

সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একদল সৈন্য তৈরি হলো। আর তাদের শিঙা ও ঢাক-ঢোল বেজে উঠল। আইভান তাদের বাজনা বাজাতে এবং গান গাইতে নির্দেশ দিল। সবাইকে নিয়ে সে বড় রাস্তায় এলো। এমন কাণ্ড দেখে কে না অবাক হয়! গ্রামের মেয়ে-পুরুষ সবারই বিস্ময়ের শেষ নেই। সৈন্যরা বাজনা বাজাল, গান গাইল।

আইভান আবার সৈন্যদের নিয়ে গেল গোলায়। উল্টো মন্ত্র পড়ে আবার সে তাদের খড় বানিয়ে রাখল।

সে বাড়ি গিয়ে শুয়ে রইল আস্তাবলে।

পরদিন সকালে এসব আশ্চর্য ঘটনা শুনতেই ভাইয়ের কাছে এসে সাইমন উপস্থিত: আইভান, তুমি সৈন্য কোথায় পেলে?

‘তা দিয়ে তোমার দরকার কী?’ আইভানের উত্তর।

‘বল কি! একজন সৈনিক একটা রাজ্যই দখল করতে পারে!’

আইভান অবাক হয়ে বলল: তাই নাকি, আগে বলনি কেন? এই বলে সে সাইমনকে গোলাঘরে নিয়ে গেল। তাকে সাবধান করে বলল: দ্যাখ, সৈন্যদের তোমাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। নইলে এরা এক দিনেই একটা গ্রামের খাদ্য খেয়ে ফেলবে। সাইমন প্রতিজ্ঞা করল অন্যস্থানে সৈন্যদের নিয়ে যাবে।

আইভান মন্ত্র পড়ে দলে দলে সৈন্য তৈরি করে বলল: এতে চলবে কি? প্রয়োজন হলে আরো নিয়ে যেয়ো। ধন্যবাদ দিয়ে সাইমন সৈন্যদের নিয়ে অন্যত্র চলে গেল।

এর পরই এসে উপস্থিত ব্যবসায়ী ভাই তারাস। সে বলল; কোথায় তুমি স্বর্ণমুদ্রা পেলে? এর কিছু পেলেই আমি তা দিয়ে বিস্তর উপার্জন করতে পারি। আমাকে তিন ঝুড়ি সোনা দাও না।

আইভান আবার অবাক হলো, বলল: বলনি কেন আগে? অনেক সোনাই তো দিতে পারতাম।

আইভান বনে গিয়ে সোনা তৈরি করে স্তুপ করল। তারাস গাড়ি বোঝাই করে সে সোনা নিয়ে ব্যবসা করতে চলে গেল।

কিছুদিন পরে সাইমনের সাথে তারাসের দেখা। সাইমন বলল: আমি একটা রাজ্য জয় করে সুখে আছি। কিন্তু আমার সৈন্যদের খাওয়ানোর মতো যথেষ্ট টাকা নেই।

তারাসের টাকা আছে প্রচুর কিন্তু টাকা পাহারা দেওয়ার মতো সৈন্য নেই। সাইমন পরামর্শ দিল; চলো আইভানের কাছে। আমি চেয়ে নেব আরো সৈন্য আর তুমি নেবে আরো সোনা। তারপর আমি তোমার সেই সোনা নেব, সৈন্যদের খাওয়ানোর জন্যে। আর তুমি পাবে আমার সেই বাড়তি সৈন্য, তোমার ভাণ্ডার পাহারা দেয়ার জন্যে।

দু ভাই আইভানের কাছে গিয়ে সৈন্য ও সোনা চাইল। কিন্তু আইভান রেগে গেল: না, আমি সৈন্য দেব না। সৈন্যরা সেদিন একজনকে যুদ্ধে হত্যা করেছে। আমি ভেবেছিলাম, সৈন্যরা শুধু গান-বাজনাই করতে পারে। সে সাইমনকে সৈন্য দিল না।

তারাসকে বলল: না, আমি তোমাকে টাকা দেব না। তুমি গরিব মিচেলের মেয়ের দুধের গাই কিনে নিয়েছ। সে শিশুদের দুধের জন্য আমার কাছে সেদিন এসেছিল।

দু ভাই বিফল হয়ে চলে গেল। উপায় না পেয়ে শেষে তারা রাজ্য, সৈন্য ও টাকা ভাগ করে নিল নিজেদের মধ্যে। আইভানের আর সাহায্য পেল না, তবে দুজনই রাজা হয়ে সুখে রইল।

দুই

গরিব আইভান বুড়ো বাবা-মা ও বোবা বোনকে নিয়ে সংসার চালাতে লাগল। একদিন তার খামারের কুকুরটা অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়ার উপক্রম। আইভান তাকে টুপিতে করে রুটি নিয়ে ছুড়ে দিল খেতে। টুপিটায় শয়তানের দেয়া সেই শিকড় দুটা ছিল। একটা শিকড় রুটির সাথে কুকুরের পেটে যাওয়ামাত্র সে লাফিয়ে উঠল, ভালো হয়ে গেল।

বাবা-মা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল: কী করে তুমি কুকুর ভালো করলে?

আমার কাছে দুটো শিকড় ছিল। তারই একটা খেয়েছে কুকুরটা। বলল আইভান।

সে সময় দেশের রাজার মেয়ের ভয়ানক অসুখ হলো। রাজার লোকেরা প্রচার করল—কোন অবিবাহিত যুবক রাজকন্যাকে রোগমুক্ত করতে পারলে তার সাথে রাজকন্যাকে বিয়ে দেয়া হবে।

বাবা-মা ডেকে তাকে বলল: রাজার ঘোষণা শুনেছ তো? তোমার সেই শিকড় দিয়ে রাজকন্যাকে সুস্থ করতে পারলে জীবনে সুখী হবে।

আইভান রাজি হলো। সে ভালো পোশাক পরে রাজার প্রাসাদে চলল। কিন্তু বাড়ির দরজা পেরিয়েছে, এমন সময় এক পঙ্গু ভিখারিনীর সাথে দেখা—তার একটা হাত অকেজো। সে বলল; শুনেছি। তুমি সব রোগই ভালো করতে পার। আমার হাতটা সারিয়ে দাও বাবা! কাজ করে খেতে পারব।

দুঃখে আইভানের মন কেঁদে উঠল। সে ভিখারিনীকে সেই শিকড় খেতে দিল। শিকড় খেয়ে তক্ষুনি সে ভালো হয়ে গেল।

বাবা-মা আইভানের সাথে যাওয়ার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে, সেই শিকড় দিয়ে ভিখারিনীকে সারানো হয়েছে—আর একটি শিকড়ও নেই! রাজার মেয়ের জন্যে কিছু নেই জেনে তারা রেগে আইভানকে গালাগালি করতে লাগল। আইভান রাজার মেয়ের জন্যে দুঃখিত হলো। সে তার ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটিল রাজার কাছে।

'কোথায় যাচ্ছো তুমি?' বাবা বললেন!

'রাজার মেয়েকে ভালো করতে।'

কিন্তু তোমার যে কোনো ওষুধ নেই!

'চিন্তা কোরো না।' বলে সে গাড়ি চালিয়ে ছুটিল। সে রাজার প্রাসাদে পৌছতেই রাজকন্যা রোগমুক্ত হয়ে গেল! কারণ সেই শিকড়ের বাকল সে কন্যাকে দিয়েছিল। রাজার খুশির সীমা নেই। তিনি আইভানের হাতে মেয়েকে তুলে দিলেন।

কিছুদিন পর রাজার মৃত্যু হলো। আইভান তার সিংহাসনে বসল। এখন তারা তিন ভাই সবাই রাজা।

তিন ভাই রাজত্ব করতে লাগল সুখে। সাইমন প্রত্যেক দশ পরিবার থেকে একজন করে আসল সৈনিক তৈরি করল। তাছাড়া রাজ্যে যা কিছু তার চোখে ভালো লাগত, সে তা-ই নিয়ে যেত সৈন্য পাঠিয়ে।

তারাসও ধনী রাজা। সে সবকিছুর ওপরই বসাল কর—জুতো, মোজা, পোশাকের ওপর কর ধরা হলো। এমনকি পায়ে চলার ওপর কর বসল। রাজার খাজনা দিতে সবার সম্পত্তি গেল। প্রজারা সবাই কেবল টাকা টাকা করছে।

বোকা আইভান কিন্তু ধন-দৌলত পছন্দ করেনি। সে রাজপোশাক উঠিয়ে রেখে সাধারণ কৃষকের পোশাক পরে কাজ করে যাচ্ছে। সে বলল: জীবনটা বড় একঘেঁয়ে লাগছে। দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছি—ক্ষুধা নেই, ঘুম নেই। সে তার বাবা, মা ও বোবা বা েনকে নিয়ে এলো।

লোকে বলল: আপনি যে রাজা।

'রাজাকেও তো খেতে হবে।' আইভানের উত্তর।

একজন মন্ত্রী বললেন: কাউকে মাইনে দেয়ার টাকা নেই রাজকোষে।

'ঠিক আছে, তাদের বেতন দেব না।'

'কেউ তো তবে চাকরিই করবে না।' মন্ত্রী বললেন।

তবে না করুক চাকরি' বলল আইভান—'তারা এতে কাজ করার প্রচুর সময় পাবে। তারা তৈরি করুক।'

একজন এসে তার কাছে বিচার চাইল: হুজুর, এই লোকটা আমার টাকা চুরি করেছে।

'ঠিক আছে, তোমার টাকা বেশি ছিল। এর টাকার প্রয়োজন ছিল।' আইভানের উত্তর। সবাই তাকে বোকা মনে করল। তার বউ বলল: প্রজারা বলছে তুমি একটা বোকা।

আইভান 'ঠিক আছে' বলে উড়িয়ে দিল।

রানী, অর্থাৎ তার বউ অনেক ভেবেচিন্তে স্বামীর পথ ধরলা, সে রানীর পোশাক উঠিয়ে রেখে বোবা ননদের কাছে কাজ করতে শিখল স্বামীকে সাহায্য করবার জন্যে।

সব জ্ঞানীই আইভানের রাজত্ব ছেড়ে চলে গেল অন্য দেশে। কেবল রইল বোকারা! কারো টাকা ছিল না। সবাই কাজ করে ফসল ফলাত। নিজেরা খেত, অপরকে খাওয়াত মনের সুখে।

বুড়ো শয়তান এদিকে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে সুসংবাদের জন্যে। কিন্তু খুদে শয়তানরা কেউ ফিরে এলো না। তাই বুড়ো শয়তান তাদের খোঁজে বেরোল-দেখতে পেল তিনটে মাত্র গর্ত।

'নিশ্চয় শিষ্যরা পরাজিত হয়েছে।' ভাবল বুড়ো শয়তান—'তবে আমাকেই কাজে নামতে হবে।'

তিন ভাইকে দেখল। সে মহা সুখে রাজত্ব করছে তিন জায়গায়। রাগে গোঁ গোঁ করতে লাগল শয়তান।

প্রথমে বুড়ো শয়তান গেল সাইমনের কাছে, সেনাপতির বেশে। বলল: রাজা সাইমন, শুনেছি আপনি একজন বিখ্যাত যোদ্ধা। আমি আপনার সেবা করতে চাই।

রাজা সাইমন তাকে জ্ঞানী বিবেচনা করে সেনাপতির পদ দিল। নতুন সেনাপতি রাজাকে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পরামর্শ দিতে লাগল; আমাদের সব শ্রেণীর যুবককে সৈনিক করতে হবে। তদুপরি নতুন ধরনের কামান ও রাইফেল আমি ব্যবহার করব, যার শক্তি অসম্ভব রকম—শত্রুর সবকিছু পুড়িয়ে দিতে পারবো!

সেনাপতির পরামর্শমতো রাজা সাইমন সৈন্যদল গঠন এবং কামান ও রাইফেল তৈরি করল। তা দিয়ে সে প্রতিবেশী রাজার রাজ্য দখল করল। এবার তার অভিযান শুরু পার্শ্ববতী এক দেশের দিকে।

ওদিকে ওই দেশের সম্রাট সাইমনের শক্তির কথা শুনে তৈরি হয়ে আছেন। তার সেনাদল যুবক-যুবতী সবাইকে নিযুক্ত করা হয়েছে। রাজা

সাইমনের কামান-রাইফেলও ওই রাজা নকল করেছেন। তাছাড়া উড়ে গিয়ে শত্রুদের ওপর মারাতত্ত্বক বোমা ফেলার কৌশলও আবিষ্কার করেছেন তিনি।

পার্শ্ববর্তী দেশের সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে সাইমনের সৈন্যরা শত্রুপক্ষের গোলাগুলি আর বোমার আক্রমণে পরাজিত হতে বাধ্য হলো। সম্রাটের মহিলা-সৈন্যরা উড়ে এসে মারাত্মক বোমা ফেলতে শুরু করল। আর যায় কোথায়। সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গোল—সাইমন নিজের প্রাণ নিয়ে পালাল! তার রাজত্বও বিজয়ী সম্রাট দখল করলেন।

বুড়ো শয়তান রাজা সাইমনকে শেষ করে রাজা তারাসের সর্বনাশ করতে এলো। সে বড় ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে দোকান খুলে অতিরিক্ত মূল্যে সব জিনিসই খরিদ করতে লাগল। করভারে জর্জরিত প্রজারা সব জিনিস বিক্রি করে রাজাকে কর দিল। রাজা তারাস খুব সন্তুষ্ট হলো নতুন ব্যবসায়ীর ওপর।

রাজা তারাস করের টাকা নিয়ে নতুন প্রাসাদ তৈরী করতে আরম্ভ করল। সে কাঠ ও পাথর কিনতে চাইল, আর সবাইকে প্রাসাদ তৈরির কাজ করতে বলল। কী আশ্চর্য—একজনও এলো না! সবকিছু ব্যবসায়ী চড়া দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছে। তার প্রাসাদ তৈরি হলো না। রাজা বাগান বানাতে চাইল। সেখানেও কেউ এলো না-গেল ব্যবসায়ীর পুকুরে মোটা মজুরিতে মাটি কাটতে। শীতের সময় রাজা ওভারকোটের জন্য "ফার" বা কোমল লোম কিনতে গিয়ে দেখে, ব্যবসায়ী দেশের সব ফারাই কিনে নিয়েছে। রাজা ঘোড়া কিনতে লোক পাঠাল। তারা এসে বলল: ব্যবসায়ী দেশের সমস্ত ঘোড়া বেশি দামে কিনে ফেলছে।

রাজা তারাস বিপদে পড়ল। কেউ আর কাজ করতে চায় না, কেউ জিনিস বিক্রি করে না তার কাছে। প্রজারা আসে কেবল ব্যবসায়ীর টাকা দিয়ে কর চুকিয়ে দিতে। এত টাকা রাখার স্থান যেখানে-সেখানে করতে হলো। কিন্তু তার প্রাণে বাঁচাই কঠিন হয়ে উঠল! একে একে তার পাচক, গাড়োয়ান, এমনকি চাকরেরা পর্যন্ত তাকে ফেলে চলে গেল ব্যবসায়ীর কাছে বেশি বেতনে চাকরি

করতে। এখন তার খাওয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বাজারে তার জন্যে কিছুই পাওয়া গেল না, ব্যবসায়ী সব রকমের জিনিস খরিদ করে ফেলেছে।

রাজা তারাস খেপে গিয়ে ব্যবসায়ীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল। ব্যবসায়ী দেশের সীমান্ত পার হয়ে কাছেই এক জায়গায় আবার ব্যবসা খুলল। কিন্তু প্রজারা সীমান্ত পেরিয়ে তার কাছে আগের মতেই অতিরিক্ত মূল্যে জিনিস বিক্রি করে চলল।

জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল রাজা তারাসের। তার খাওয়া বন্ধ। প্রচার হয়ে গেল ব্যবসায়ী নাকি তারাসকে পর্যন্ত কিনে নেবে। রাজার মাথায় তখন আর কেনো বুদ্ধি খেলে না।

এমন সময় সাইমন এসে উপস্থিত। বলল: 'ভাই তারাস, সাহায্য করো। পাশের রাজ্যের সম্রাট আমার রাজ্য দখল করে নিয়েছে। আজ দু দিন যাবৎ আমি না-খেয়ে আছি।' দুঃখ করে উত্তর দিল রাজা তারাস।

দু ভাইয়ের সর্বনাশ করে বুড়ো শয়তান এবার এলো বোকা আইভানের কাছে সেনাপতির বেশে। বলল: 'রাজার সৈন্য না থাকলে সে রাজা রাজাই নয়। আমাকে হুকুম দিন, আমি সৈন্যদল গড়ি।'

'ঠিক আছে, সৈন্যদল গড়ুন। কিন্তু তাদের গান গাইতে শেখাতে হবে। আমি গান ভালোবাসি।'

শয়তান সেনাপতি প্রজাদের বলল: 'তোমরা সৈন্যদলে ভর্তি হও। প্রত্যেকে দু বা্তল পানীয় ও একটি করে সুন্দর লাল টুপি পাবে।'

কিন্তু সবাই হেসে বলল: 'পানীয় আমাদের অনেক আছে আর মেয়েরা কাজ-করা সুন্দর টুপিও তৈরি করে।' তাই কেউ সৈন্য হলো না।

সৈনাপতি রাজার হুকুম নিয়ে আবার গেল। বলল; 'তোমরা সৈন্য না হলে রাজা মৃত্যুদণ্ড দেবেন।'

প্রজারা বলল: সৈন্যদলে যোগদান করলে লাভ কী হবে, বলো তো? শুনেছি। যুদ্ধে সৈন্যরা মারা যায়।'

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মারে বৈকি।'

'তবে বাড়িতে মরাই ভালো।' তারা উত্তর দিল।

'বোকার দল সব! যুদ্ধে গেলে মরতে পার, নাও মরতে পারে। কিন্তু রাজা তো কথা না শুনলে হত্যা করবেই।' শয়তান বলল।

রাজার কাছে প্রজারা জানতে চাইল ব্যাপারটা। আইভান বলল: 'কী করে তোমাদের সবাইকে আমি মারব? আমি তো একা। আমি বোকা না। হলে বুঝিয়ে বলতে পারতাম।'

কেউ সৈন্য হলো না। শয়তানের ষড়যন্ত্র মাটি হয়ে গেল। তাই সে অপর এক দেশের রাজাকে গিয়ে বলল বোকা আইভানের রাজ্য জয় করতে। বন্দুক কামান নিয়ে সেই দেশের রাজা আইভানের রাজ্যে প্রবেশ করল।

প্রজারা আইভানকে বলল: 'বিদেশী রাজা সৈন্য নিয়ে ঢুকে পড়েছে!'

'ঠিক আছে, আসতে দাও তাকে।' আইভানের উত্তর।

আক্রমণকারী রাজা লোক পাঠালেন আইভানের সৈন্যের সন্ধানে। কিন্তু হাজার জায়গা খুঁজে একজন সৈন্যও পাওয়া গেল না যে যুদ্ধ করবে। আক্রমণকারী রাজা সৈন্যদের গ্রাম দখল করতে পাঠালেন। কেউ বাধা দিল না—গ্রামবাসী অবাক হয়ে সৈন্যদের দেখল, সৈন্যরা ফসল ও গরু-বাছুর লুট করল গ্রামের পর গ্রামে দু দিন ধরে! কোনো আপত্তি নেই! কেবল সবাই বলল: 'তোমাদের যদি দুঃখের জীবন হয়ে থাকে, আমাদের সাথে এসে বাস করো না।'

সৈন্যরা দেখল, যেখানে বাঁধা নেই। সেখানে যুদ্ধ হবে কী করে? সবাই তো সুখে আছে, আমাদের বাস করতে বলে তাদের সাথে-বিচিত্র দেশ এটা। তাই তারা রাজাকে বলল: আমাদের অন্য দেশে যুদ্ধ করতে নিয়ে চলুন। এখানে যুদ্ধ করব না।

এ কথা শুনে রাজা ভয়ানক রেগে গেলেন। তিনি হুকুম করলেন: 'যাও, রাজ্যের সমস্ত গ্রাম ধ্বংস করে ফেলো, ফসল ও বাড়িঘর পুড়িয়ে দাও, গরুঘোড়া কেটে ফেলো। কথা না শুনলে তোমাদের প্রাণ নেব।'

ভয়ে সৈন্যরা তা-ই করতে শুরু করল। তারা গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে ফসল পুড়িয়ে ফেলল, গরু-ঘোড়া হত্যা করল। কিন্তু তবু কোনো প্রতিরোধ নেই। কেবল গ্রামের লোকেরা— বৃদ্ধ, শিশু, মেয়েরা কেঁদে বলল: 'কেন তোমরা ধ্বংস করছ! যদি তোমাদের প্রয়োজন থেকে থাকে নিয়ে যাও না কেন এসব!'

শেষে সৈন্যরা এসব সহ্য করতে পারল না। তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল— করব না ধ্বংস! সৈন্য ভেঙে গেল, পালিয়ে গেল তারা সব। তখন আক্রমণকারী রাজা অসহায়।

বুড়ো শয়তান আবার পরাজিত হলো। সে ভাবল, তারাসের মতো করে আইভানকে ধ্বংস করতে হবে টাকা ছড়িয়ে। এক ভদ্রলোকের বেশ ধরে সে বোকা আইভানের কাছে আবার গেল। ভদ্রবেশী শয়তান বলল: 'আমি আপনাদের মঙ্গল চাই। আর বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে কাজ করতে হয় কী করে, তা-ই শেখাব। এখানে আমাকে ব্যবসা করতে অনুমতি দিন।'

'আপত্তি কী, ইচ্ছে হলে থাকতে পারেন এ দেশে' —আইভান বলল।

পরদিন ভদ্রলোক এক ময়দানে সরাইভর্তি স্বর্ণমুদ্রা বা সোনার টাকা নিয়ে গিয়ে বলল; 'তোমরা বোকার মতো বাস করছ। আমি তোমাদের শেখাব, কী করে ভালোভাবে সুখে বেঁচে থাকতে হয়। আমাকে একটা বাড়ি বানিয়ে দাও। কাজ করলে তোমরা এই সোনার টাকা পাবে।'

বোকারা কখনো টাকা দেখেনি। জিনিসের বদলে জিনিস কেনে তারা, পরস্পরের জন্যে তারা পরস্পর খাটে। তাই তারা অবাক।

তারা বলল: 'আহা কী সুন্দর দেখতে!' সবাই ভদ্রলোকের কাছে কাজ করে আর জিনিস বেচে সোনার টাকা নিতে লাগল প্রচুর।

অল্প দিনের মধ্যেই আইভানের প্রজাদের ঘরে যথেষ্ট সোনার টাকা এসে গেল। মেয়েরা গয়না বানিয়েছে, শিশুরা খেলা করে তা দিয়ে। তারা আর সোনার টাকা আনতে যায় না। ওদিকে ভদ্রলোকের প্রাসাদের অর্ধেকও তৈরি হয়নি। বছরের খাদ্যশস্যও কেনা বাকি। সে শ্রমিক ও শস্যের জন্যে অধিক পরিমাণ সোনার টাকা দিতে চাইল। ফল কিছু হলো না। মাঝে মাঝে কেবল দু-একজন ছেলেমেয়ে খেলার জন্যে হয়তো একটা ডিমের বদলে একটা সোনার টাকা নিয়ে যেত।

টাকা থাকলে কী হবে, খাদ্য কোথায়? তাই ভদ্রলোকের না-খেয়ে থাকার উপক্রম। সে গ্রামে কিছু খাবার কিনতে গেল।

এক বাড়িতে একটা মোরগ কিনতে চাইল সোনার টাকা দিয়ে। শ্রমিকের বউ টাকা নিলেন না। বললেন: 'অনেক আছে আমার।'

এক বিধবার কাছ থেকে হেরিং মাছ কিনতে চাইল টাকা দিয়ে। কিন্তু বিধবা বললেন: 'আমার ছেলেমেয়ে নেই যে সোনার টাকা দিয়ে খেলবে। তিনটে টাকা রেখেছি শখ করে।'

এক কৃষকের কাছে রুটি চাইল সে। কিন্তু কৃষক টাকা নেবেন না, বললেন: 'আমার সোনার টাকার প্রয়োজন নেই। ভিক্ষে চাইলে দাঁড়াও, দিচ্ছি।' কোথাও সে টাকা দিয়ে খাবার পেল না। সবাই বলল; কাজ করে খাও, নইলে ভিক্ষা দিতে পারি। টাকা দিয়ে করব কী আমরা? আমাদের তো আর কর দিতে হয় না। কোনো জিনিস টাকা দিয়ে কিনতেও হয় না।'

সেদিন বুড়ো শয়তান না-খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। প্রজারা রাজা আইভানকে এসে সব ঘটনা বলল এবং জিজ্ঞেস করল: 'ভদ্রলোককে কী করতে পারি? সে তো কিছুদিনের মধ্যেই না-খেয়ে মারা যাবে।'

আইভান ভেবে বলল; ঠিক আছে, তাকে মেষপালকের কাজ করতে দাও—ঘুরে ঘুরে সবার বাড়িতে খাবে।'

ভদ্রলোক শয়তান উপায় না-পেয়ে রাখালের কাজ নিল। একদিন আইভানের বাড়িতে তার খাওয়ার পালা পড়ল। খাবার টেবিলে সবাই খেতে বসেছে। আইভানের বোবা বোন মার্থা ভদ্রলোক রাখালের হাত উল্টিয়ে দেখল। সে দেখল তার হাত একটুও শক্ত নয়—তুলোর মতো নরম, সুন্দর নখ। মার্থা রেগে রাখালকে উঠিয়ে দিল টেবিল থেকে। আইভানের বউ বলল: 'দুঃখিত হবেন না। আমার ননদ যার হাত নরম-মানে যে খেটে খায় না, তাকে খাবার টেবিলে স্থান দেয় না। অপেক্ষা করুন, সবার খাওয়া হলে যা থাকবে, আপনি খাবেন।'

শয়তান দুঃখিত হয়ে আইভানকে বলল: 'এ কেমন কথা, সবাইকে হাত দিয়ে খেটে খেতে হবে! জ্ঞানী ব্যক্তিরা কী করে কাজ করে?'

'আমরা বোকারা কী করে জানব?' আইভান বলল।

'এ জন্যেই আপনারা বোকা।' শয়তান উত্তর দিল, 'আমি আপনাদের শেখাব কি করে মাথা দিয়ে কাজ হয়।'

'যদি তা-ই হয়, তবে আমাদের বোকা বলা অন্যায় নয়।'

'আপনারা মনে করেন কেবল হাত দিয়েই কঠিন কাজ হয়। মাথা দিয়ে কাজ করা একশ গুণ কঠিন। এমনকি কোনো কোনো সময় কাজের চাপে মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যায়।' শয়তান বলল।

'আচ্ছা, আমাদের মাথার কাজ শেখান, যাতে হাত অকেজো হলে মাথাটা ব্যবহার করতে পারি।' আইভানের উত্তর।

ভদ্রলোক চলে গেল। রাজা আইভান প্রচার করে দিল: এক ভদ্রলোক আমাদের মাথার কাজ শেখাবেন। মাথা দিয়ে নাকি হাতের চেয়ে বেশি কাজ, কঠিন কাজ করা যায়। তাই সবারই এসে শিখে যাওয়া উচিত।'

আইভানের রাজ্যে একটা উঁচু টাওয়ার বা বরুজ ছিল। পরদিন ভদ্রলোককে রাজা নিজে দিয়ে এলো টাওয়ারের চূড়াতে। বহুলোক ভিড় করেছে নিচে। তারা ভাবল ভদ্রলোক দেখাবেন হাত ব্যবহার না করে মাথা দিয়ে কী করে

কাজ করা যায়। কিন্তু তিনি নানা ধরনের বক্তৃতা করে বা েঝাবার চেষ্টা করলেন, কাজ না করেও লোক বাঁচতে পারে কী করে। সবাই কিছুই বুঝতে না পেরে চলে যেতে শুরু করল—কাজ ছাড়া মানুষ বাঁচবে কী করে। দুদিন অনর্গল বক্তৃতাই চলল।

দীর্ঘ সময় বক্তৃতা করে ভদ্রলোকের ভয়ানক ক্ষুধা পেল। কিন্তু বা েকারা ভাবল-তার মাথাই যখন হাতের চেয়ে ভালো কাজ করে, তবে মাথা দিয়েই খাদ্যের ব্যবস্থা করবে। আরো একদিন ভদ্রলোক না-খেয়েই বক্তৃতা করল অনবরত।

আইভান জানতে চাইল: 'ভদ্রলোক কি মাথা দিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে?'

'না, এখনা ে আরম্ভ করেনি। বক্তৃতা চলছে।' উত্তর।

চতুর্থ দিন বক্তৃতা করার পর শয়তান ভদ্রলোক বড় বেশি কাবু হয়ে পড়ল। এত দুর্বল যে টলতে টলতে তার মাথা একটা স্তম্ভের ওপর গিয়ে লাগল। চোখ ঘোলা হয়ে আসছে, মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।

জনতার একজন এ অবস্থা দেখে ছুটে গিয়ে আইভানের বউকে বলল। বউ আইভানকে খেতে গিয়ে বলল: 'শুনেছি, ভদ্রলোক তো মাথা দিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করেছে।'

'তাই নাকি!' আইভান বিস্মিত হলো এবং সে টাওয়ারের দিকে ছুটিল। ইতোমধ্যে ভদ্রলোকের অবস্থা ভয়ানক খারাপ হয়ে উঠেছে। আহ, কী কষ্টই না সে করেছে! সে টলছে আর টলছে—আর বারবার মাথা গিয়ে লাগছে স্তম্ভের গায়ে। আইভান গিয়ে পৌছতেই ভদ্রলোক হঠাৎ পড়ে গেল—সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচে—পড়ছে, পড়ছে, শেষে মাটিতে এসে থামাল সে! আঘাতে আঘাতে মাথাটা ভয়ানক ফুলে গেছে।

হ্যাঁ, ঠিকই তো বলেছিল ভদ্রলোক!' বলল আইভান, মাথা দিয়ে কাজ করলে কোনো কোনো সময় মস্তক বিদীর্ণ হতে পারে, ফেটে যেতে পারে। এত শক্ত কাজ করলে মাথা ফুলতে বাধ্য।'

আইভান টাওয়ারের ওপর উঠতে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক কতটা কাজ করেছে দেখতে—ঠিক সেই সময় মাটি ফাঁক হয়ে গেল আর বুড়ো শয়তান তাতে ঢুকে পড়ল। কেবল একটা গর্ত রইল হাঁ করে।

আইভান মাথা চুলকাল।

'কী বিশ্রী! নিশ্চয়ই এটা সব শয়তানের বাবা হবে।' আইভান নিজে নিজে বলল।

বোকা আইভান এখনো বেঁচে আছে। তার রাজ্যে অন্য রাজ্যের লোক এসে ভিড় করছে। তার দুই ভাইও তার সাথে থাকে, সে খাওয়ায় তাদের। যে-ই এসে বলে, খেতে দাও; আইভান তাকে বলে, ঠিক আছে, তুমি আমাদের সাথে থাকতে পার। আমাদের সবকিছু যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

কেবল একটি নিয়ম তার রাজ্যে আছে—যার হাত কাজ করে শক্ত বা খসখসে হয়েছে, সে-ই কেবল টেবিলে খাওয়া পাবে। আর কাজ যারা করে না, সবার খাওয়ার পর যদি কিছু বাঁচে, তবেই তারা খেতে পাবে।

বড়রা ঝগড়া করে

তখন ছিল ইস্টার, খ্রিস্টানদের একটা উৎসবের সময়। বরফের ওপর স্লেজ গাড়িতে ছোবার সময় শেষ হয়েছে। এখনো বরফ ছড়িয়ে আছে বাড়ির আশেপাশের আর গাঁয়ের পথে বেয়ে কুলকুল স্বরে পানির ধারা চলছে গান গেয়ে।

একটা ঘোলা পানির ডোবা সৃষ্টি হয়েছে গাঁয়ের এক জায়গায়—সেখানে এসে দু বাড়ির দুটি ছাে্ট্ট মেয়ের দেখা হলো। একজন বয়সে ছোট আর একজন বড়। ছোট্ট মেয়েটির মা তাকে পরিয়ে দিয়েছেন নীল রঙের ফ্রক, মাথায় একটা লাল রুমাল সুন্দর করে জড়ানো। আর বড় জনের? তারও তো ফ্রক গায়ে, হলুদ বর্ণের নতুন। মাথায় লাল রুমাল দিয়ে চুল গোছানো। দু বন্ধু খেলা করতে লাগল কত কি। এমন সময় ছোট বন্ধু ডোবার পানিতে নেমে খেলা করতে চলল। বড় জন বাধা দিয়ে বলল: 'আরে মালাশা করা কী? জুতো কাপড় ময়লা করলে মা তোমার রাগবেন। এই দ্যাখো, আমি জুতো আর মুজো খুলে নিচ্ছি, তুমিও তা-ই করো।' যেই কথা সেই কাজ। তারা জুতো-মুজো খুলল।

তারা চলল ডোবার এপার থেকে ওপারের দিকে আর সাবধানে তুলে রাখল রঙিন ফ্রক। একটু এগোতেই ছোট মালাশার হাঁটু পর্যন্ত পানির নাগালে এসে গেছে। সে বলল: 'আকুলা, এ যে অনেক পানি। আমার ভয় করছে।'

'এসো না ভয় কী।' উত্তর দিল বড় বন্ধু 'পানি বেশি হবে না।'

তারপর কিছুদূর এগিয়ে যখন কাছাকাছি হলো, আকুলা বলল, 'দ্যাখো মালাশা, গায়ে পানি ছিটিয়ে না। কিন্তু, সাবধানে চলো।'

যেই এই কথা বলা, আর অমনি মালাশা আছাড় খেয়ে বেশি পানিতে পড়ল আর কি! পড়বি তো পড় পানি ছিটে গিয়ে পড়ল একেবারে আকুলার হলুদ রঙের সুন্দর ফ্রকটার ওপরই। কী বিশ্রীই না হয়ে গেল তার ফ্রকটা— নাকে চাে্খেও তার সেই, ঘোলা পানির ফোঁটা।

রাগে ফোঁস করে উঠল আকুলা, যেন এক্ষুনি খেয়ে ফেলবে মালাশাকে। তাকে মারার জন্য যেই সে এগিয়ে এলো, মালাশা দিল বোঁ ছুট-ডোবার পারে গিয়ে উঠল হাঁপাতে হাঁপাতে! মারের ভয়ে তার বুক কাঁপছে। ইশ– কী অন্যায়ই যে সে করে ফেলেছে! ঠিক এই সময়ই আকুলার মা যাচ্ছিলেন ওখান দিয়ে। তিনি তো মেয়ের কাপড়ের এই কাদা অবস্থা দেখে রেগে গেলেন। বললেন, 'পাজি মেয়ে, কী করছিলে তুমি এখানে?'

'মালাশা ইচ্ছে করে আমার কাপড় নষ্ট করে দিয়েছে।' মেয়ে উত্তর দিল।

এ কথা শুনেই আকুলার মা কড়া এক চড় বসিয়ে দিলেন মালাশার ঘাড়ে। মালাশা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আর সেই ভয়ানক কান্না শুনে মালাশার মা ছুটে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে।

'কী আমার মেয়েকে মারছ! রাগে ফেটে পড়লেন মালাশার মা। আর কটকট কটি কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন আকুলার মাকে।

আকুলার মা-ই বা ছাড়বেন কেন? পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে দু মায়ের মধ্যে হয়ে গেল ভীষণ ঝগড়া। তাদের ঝগড়া শুনে আশপাশের লোকজন এসে জড় হলো রাস্তার উপর। প্রত্যেকেই চায় কথা বলতে চিৎকার করে। কেউ কারো কথা শুনতে রাজি নয়। যারা ঝগড়া দেখতে এসেছিল তাদের মধ্যেও ঝগড়া হলো বড়দরের একটা। মারামারি হয় হয় আর-কি! এমনি একটা চরম হট্টগোলের সময় আকুলার দাদিমা এসে উপস্থিত সেখানে তাদের মধ্যে।

তিনি তাদের ঝগড়া বন্ধ করার জন্যে বললেন: 'তোমরা করছি কী? আজকের এই আনন্দের দিনে তোমাদের এই ব্যবহার?'

বুড়ি দাদিমার কথা যেন কেউ শুনতেই পেল না—তাকে কেউ পাত্তাই দিল না। এমনকি ঝগড়াটে লোকগুলোর ধাক্কায় বুড়ি উবু হয়ে পড়েছিলেন আর-কি!

গলা ফাটিয়ে ঝগড়া তখনো তাদের মধ্যে চলছে। আর ওদিকে? আকুলা তার ফ্রকের কাদা ঝেড়ে আবার সেই ডোবায় গিয়েছে খেলা করতে। সে একটা পাথরের টুকরো খুঁজে নিয়েছে আর সেই ঘোলা পানির ডোবার একদিকে মাটি খুঁড়ে বানাচ্ছে ছোট একটা খাল। যাতে করে ডোবার পানি খাল দিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। এরই মধ্যে মালাশা এসে তাকে সাহায্য করতে আরম্ভ করেছে। সে নিয়েছে একটা কাঠের কুচি আর খাল খুঁড়ে যাচ্ছে বন্ধুর সাথে। রাস্তার ঝগড়াটে লোকগুলো মারামারি আরম্ভ করেছে। প্রায়, এমন সময় ডোবার পানি ছোট্ট খাল দিয়ে ছুটেছে রাস্তার ওপর। বুড়ি দাদিমা তখনো সবাইকে শান্ত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। খালের পানি ছুটে আসছিল তার কাছেই। দু বন্ধুও দে দৌড় সেই দুষ্ট পানিকে ছোঁবার জন্যে।

আকুলা আনন্দে চিৎকার করে উঠল; ছুঁতে পারবে, মালাশা! পারবো!' মালাশার আনন্দ আর থৈ মানে না। সে হাসতে হাসতে কুটিকুটি।

মালাশার কাঠের কুচিটাও ভেসে আসছে পানির ধারায়। এই দেখে তাদের খুশির যেন সীমা নেই। তারা হাসতে হাসতে দৌড়ে উপস্থিত হলো রাস্তার সেই লোকজনের কাছে।

তাদের দেখে বুড়ি দাদিমা তখন সবাইকে বললেন: 'তোমরা কি নিজেদের ব্যবহারের জন্যে একটুও লজ্জিত নও? যে ছোট্ট মেয়েদের নিয়ে তোমরা মারামারি করছ, তারা তাদের বিবাদ ভুলে গেছে। শুধু তা-ই নয়, তারা দুজন একত্রে শান্তিতে খেলা করছে! কী পবিত্র আত্মার শিশু এরা। তারা তোমাদের চেয়ে জ্ঞানী।'

সবাই ছোট্ট মেয়েদের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হলো। তারপর এসে অপরের দিকে চেয়ে হেসে উঠল তারা। কোনো কথা না বলে চলে গেল নিজ নিজ বাড়িতে।

সামান্য ডিম নিয়ে

কে না জানে এই দুটি প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক ছিল। সুখ-দুঃখ ভাগ করে গ্রামের এ দুটি সংসারের লোকজন শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল।

ইভান তিন ছেলে, স্ত্রী আর বড় ছেলের বউ নিয়ে সুখে সংসার চালায়। কোন কিছুর অভাব নেই। পুরুষেরা মাঠে কাজ করে, মেয়েরা তাঁতে কাপড় বানে। কেবল ইভানের বৃদ্ধ পিতা সাত বছর থেকে অসুখে ভুগছে, এই যা তাদের দুঃখ।

প্রতিবেশী বৃদ্ধ গারেদে ও ইভানের অসুস্থ পিতার যুগটাই ছিল প্রকৃত সুখের সময়। কেননা বর্তমানে কোনো না কোনো ব্যাপার নিয়ে গোরদের ছেলে খোড়া গ্যাব্রিয়েল ও ইভানের মধ্যে কলহ লেগে থাকে। তাও আবার সামান্য ব্যাপার নিয়ে; বৃদ্ধর সংসারের কর্তৃত্ব থেকে সরে যাওয়ার পর থেকেই এমনি ধারা চলছে।

ইভানের ছেলের বউয়ের মুরগিটা ডিম দিচ্ছে। একদিন মুরগিটা প্রতিবেশী গ্যাব্রিয়েলদের বাড়িতে গিয়ে ডিম দিয়ে এল। বউ অনেক খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারল ডিম কোথায় ছেড়েছে পাজি মুরগিটা।

গ্যাব্রিয়েলের মার কাছে ইভানের ছেলের বউ জিজ্ঞেস করল তার মুরগির ডিমের কথা। বুড়ি বলল; ‘সে কি কথা, তোমার মুরগির ডিম দিয়ে কী করব আমরা? আমাদের মুরগিতো কত ডিম দিচ্ছে। কী তোমার সাহস, অন্যের বাড়িতে ডিম খুঁজতে আস!’

বুড়ির কথায় বউয়ের গা জ্বলে গেল। সে বেশ কয়েকটা কড়া কথা বুড়িকে শুনিয়ে দিল। বুড়িই বা ছাড়বে কেন? দুজনের মধ্যে বাগযুদ্ধ চলল। গণ্ডগোল শুনে ইভানের স্ত্রী, পরে গ্যাব্রিয়েলের স্ত্রীও এসে উপস্থিত। তারপর

দুদলের মধ্যে চলল চিৎকার করে ঝগড়া। সে কী বিশ্রী ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি—'তুই অমুক' 'তুই তমুক' ইত্যাদি।

তারপর শুরু হলো আসল যুদ্ধ। চুলো চুলি, কাপড় ধরে টানাটানি। গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একে অপরের। গ্যাব্রিয়েল মাঠের কাজ থেকে ফিরছিল, সে এসেও যোগ দিল। এতে ইভানও এসে উপস্থিত চিৎকার শুনে। এবার ইভান আর গ্যাব্রিয়েলের মধ্যে চলল মারামারি। ইভান তো গ্যাব্রিয়েলের একমুঠো দাড়িই উঠিয়ে ফেলল। পাড়ার লোকজন এসে তাদের এই ভীষণ যুদ্ধ বন্ধ করল। এই থেকেই আরম্ভ হলো তাদের দীর্ঘস্থায়ী কলহ।

ইভানের বৃদ্ধ পিতা উপদেশ দিলেন: 'বাবা, এ তোমরা কী করলে? একটা ডিমের মূল্যই বা কত? বাচ্চারাও তো ডিমটা নিতে পারে। আর যদি কেউ একটা অন্যায় কথা বলেও, তাকে ভালো কথা বলে নরম করবে। মারামারি যা হওয়ার হয়েছে, তা নিয়ে ঝগড়া করা হবে বোকামি, ক্ষতিকর।'

বুড়োর কথা কে শোনে। ওদিকে গ্যাব্রিয়েল তার দাড়ি কাগজে মুড়ে বিচারের জন্য কোর্টে হাজির হয়েছে। ইভানও ছাড়ল না। সেও কোর্টে গিয়ে বলল-গ্যাব্রিয়েল তার শার্ট ছিড়ে দিয়েছে, তাকে মেরেছে। এই বিচার চলাকালে গ্যাব্রিয়েলের ঘোড়ার গাড়ির বসার আসনের একটা অংশ চুরি গেল। সেটা নাকি ইভানের ছেলে নিয়েছে। এ নিয়েও আর একটা মামলা চলল। দু বাড়ির মেয়েদের মধ্যে তো অনবরত ঝগড়া ও গালাগালি লেগেই আছে। আর এদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বাবা-মার পথই নিল। তাদের মধ্যে ঝগড়া আর মারামারির শেষ নেই।

একটার পর একটা মামলায় তারা জড়িয়ে পড়ল। একবার ইভানের শাস্তি হয়, টাকা খরচ হয় বিস্তর; গ্যাব্রিয়েল হয়তো আর একটা মামলায় হেরে গিয়ে মান হারায়। একে অপরের চাখের কাঁটা। সবকিছু মিলিয়ে ছয় বছর ধরে দুটা বাড়িতে কেবল অশান্তির আগুন জ্বলতে লাগল। কেবল ইভানের

সেই বৃদ্ধ পিতা বলতেন: ‘পরের প্রতি হিংসা কোরো না, বাবা। তাতে নিজেরই ক্ষতি। প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছেটা ত্যাগ করো। তবেই শান্তি।’ এবার ইভান মোক্ষম একটা সুযোগ পেল গ্যাব্রিয়েলকে শায়েস্তা করার। একটা বিয়ে বাড়িতে ইভানের বউ গ্যাব্রিয়েলকে ঘোড়া চোর বলে প্রচার করল। গ্যাব্রিয়েল ভীষণ রেগে গিয়ে তার গায়ে এক চড় লাগিয়ে দিদল। ইভানের বউ সাত দিন বিছানায় পড়ে রইল। ইভান তো মহা খুশি, একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। সে কোর্টে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে, কেরানিকে ঘুষ দিয়ে গ্যাব্রিয়েলকে অপরাধী করল।

কেরানি জজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করল: ‘কোর্টের বিচারে গ্যাব্রিয়েলকে বিশ ঘা বেত মারা হবে।’ এই শুনে গ্যাব্রিয়েলের মুখ শুকিয়ে গেল, কিন্তু এতে যেন ইভানের আনন্দই হচ্ছিল। গ্যাব্রিয়েলকে সে বলতে শুনল: ‘আমার শরীর দগ্ধ হবে বোত্রাঘাতে কিন্তু ইভানেরও এমন কিছু দগ্ধ হবে, যা এর চেয়েও ভয়াবহ।’

এ কথা শুনে ইভান জজের কাছে গিয়ে বলল: ‘হুজুর, গ্যাব্রিয়েল আমার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে।’

গ্যাব্রিয়েলকে আবার ডাকা হলো। জজের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল: ‘না, আমি এমন কথা বলিনি।’ রাগে তার ঠোঁট কাঁপছিল। জজ বুঝলেন, সে হয়তো ক্ষতিকর কিছু করতে পারে। তিনি গ্যাব্রিয়েলকে অপরাধ স্বীকার করে ইভানের কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন। তিনি আরো জানালেন: ‘ক্ষমা চাইলে আমি তোমাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেব।’

কিন্তু গ্যাব্রিয়েল ক্ষমা চাইতে রাজি ছিল না। সে বলল: ‘আমি যার জন্য বেত খেতে চলেছি, তার কাছে ক্ষমা চাইব? অনেক সহ্য করেছি।’

ইভান যখন বাড়ি ফিরল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। গ্যাব্রিয়েলের কথাগুলো তখনো তার কানে বাজছিল। অসুস্থ পিতা অতি কষ্টে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন: ‘তার কি শাস্তি হয়েছে?’

‘হ্যাঁ, কুড়ি বেতা।’ বুড়ো দুঃখিত হলেন। ‘অত্যন্ত অন্যায়, ইভান’—বুড়ো বললেন, ‘তোমার এতে কী লাভ হলো?’

‘সে আর আমার ক্ষতি করবে না। ভেবে দেখো, বউকে মেরে সে কত বড় অপরাধ করেছে, আমার বাড়িও সে জ্বলিয়ে দিতে চেয়েছে!’ ইভান জবাব দিল।

অপরাধটা কখনো চাখে খুলে দেখনি; পরের দোষটাই কেবল খুঁজে চলেছি। কেবল গ্যাব্রিয়েলই যদি অন্যায় করে থাকে, তবে মারামারি-ঝগড়া হয় কী করে? এক হাতে তো কখনো তালি বাজে না! তুমি বলতে পার, কে গ্যাব্রিয়েলের দাড়ি হাতের মুঠোয় উঠিয়ে নিয়েছিল? কে তাদের গাড়িটাকে অকেজো করেছে? কে তাকে মকদ্দমার মধ্যে জড়িত করেছে? এ সবকিছুর জন্যই কি তুমি দায়ী নও? তবু সমস্ত দোষ গ্যাব্রিয়েলের ওপর ফেলবে? এই তো সেদিন দেখলাম ছোট্ট টারাসকা গ্যাব্রিয়েলের মেয়ে ইরোনাকে গালাগালি করছে। আর তোমার বউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। এভাবে কি মানুষ সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারে? ইভান, তোমাকে আমি এই কি শিক্ষা দিয়েছি! গ্যাব্রিয়েলের বাবা আর আমার সময়ের কথা ভেবে দেখো! আমরা ছিলাম প্রকৃত বন্ধু, প্রতিবেশী। সুখে-দুঃখে আর অভাবে আমরা ছিলাম। এক। এই শিক্ষাই আমাদের ছিল। কথা বলছ না কেন, ইভান? আমার কথাগুলো কি ঠিক নয়?’

ইভানের মুখ থেকে একটি কথাও এলো না। বুড়ো বলে চললেন: ‘ভেবে দেখো তোমার অবস্থা—আর আজ মামলা-মকদ্দমায় কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। তুমি এখন গরিব হয়ে পড়ছ। কেন এসব হলো? কেবল একটিমাত্র দোষ-প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছে, গর্ব। খেত-খামারের প্রতি তোমার আর নজর নেই, এ বছর ফসল হয়েছে কম। সবকিছুই তুমি হারাতে বসেছ; এ-ই কেবল লাভ হয়েছে তোমার। ইভান, এসব ছেড়ে দিয়ে, মানিক আমার, খেতের কাজে নেমে যাও

আবার। কেউ একটা অন্যায় করলেও তাকে ক্ষমা করো। দেখবে, জীবনে শান্তি নেমে এসেছে, মনটা হালকা হয়েছে।'

ইভান চুপ করে রইল। বুড়ো বলে চলল: 'এক্ষুনি গিয়ে সমস্ত মামলা চুকিয়ে দিয়ে এসো। আর সকালে গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে তাকে তোমার বাড়িতে কালই দাওয়াত করে খেতে বলো। ইভান, এ মুহূর্তে যদি আগুনটা নিভিয়ে না ফেলো, পরে আর সময় পাবে না।'

ইভান বুঝতে পারল তার কী ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে, তার বাবার প্রত্যেকটি কথাই সত্য। সে একটা মিটমাটের কথা ভাবছিল। এমন সময় বাড়ির মেয়েরা এসে গেল বাইরে থেকে। তারা হইচই করতে করতে খবর নিয়ে এলো, গ্যাব্রিয়েল নাকি প্রতিশোধ নেবেই। তার শাস্তির খবরটা তাদের জানার বাকি নেই। ইভান প্রতিশোধ গ্রহণের কথা শুনে গ্যাব্রিয়েলের সাথে মীমাংসার আশা ছেড়ে দিল।

সে সন্ধ্যার সময় খামারে গিয়ে পড়ে থাকা কাজগুলো গুছিয়ে নিল অন্যান্য লোকের সাথে। তারপর বাড়ি ফিরল। এই সময় পাশের বাড়ির কথাবার্তা তার কানে গেল। গ্যাব্রিয়েল ফিরে এসেছে। সে বলছে: 'তার কী মূল্য আছে? মৃত্যুই তার একমাত্র শাস্তি।' ইভান বুঝতে পারল, তাকে লক্ষ্য করেই বলা হচ্ছে। তার মাথার মধ্যে এ কথাটাই শুধু ঘুরতে লাগল। ঘরে ফিরেও সে শান্তিতে থাকতে পারল না; অস্থির মন নিয়ে একসময় বেরিয়ে এলো ঘরের বাইরে। বাড়ির সদর দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ইভান ভাবতে লাগল—সত্যি যদি গ্যাব্রিয়েল তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়! অসম্ভব কী, প্রতিশোধ হয়তো সে নিতে পারে।

তারপর সে অন্ধকারের মধ্যে বাড়ির চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগল। হঠাৎ যেন মনে হলো, ওই কোণে লোক দাঁড়িয়ে কি? আবার কোথায় গেল সে? হয়তো চোখের ধাঁধা। ইভান অন্ধকারের মধ্যে বাড়ির পেছনে ঘুরছে। পা টিপে টিপে হাঁটছে, যেন কেউ টের না পায়। ওখানে কী একটা জ্বলে উঠল

না? নিভে গেল। সত্যি আবার এক আঁটি খড় জ্বলে উঠল। একটা লোকের হাতে খড়ের আগুন, স্পষ্ট দেখতে পেল ইভান। তার গা শিউরে উঠল। সত্যি কি গ্যাব্রিয়েল তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবেঃ তার পায়ের নিচের মাটি সরে যেতে লাগিল। আগুনের আলোকে গ্যাব্রিয়েলের সমস্ত দেহটাই স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল।

একটা ঘরের চালে আগুন লাগিয়ে দিল সে। আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ইভান আর সহ্য করতে পারল না। সে এগিয়ে যেতেই গ্যাবিয়েল দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ইভান গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। গ্যাবিয়েল তাকে এক আঘাতে মাটিতে ফেল দিল। আবার গিয়ে সে গ্যাব্রিয়েলের কোমর ধরতে ছিটকে পড়ে গেল। গ্যাব্রিয়েল দৌড়ে পালাল নিজের ঘরের দিকে। 'চোর, খুনি' বলে ইভান তার পিছু নিল। গ্যাব্রিয়েলের বাড়ির দরজার কাছে আসতেই একটা ভীষণ আঘাতে তার মাথার খুলি যেন, উড়ে গেল! গ্যাব্রিয়েল একটা শক্ত কাঠ দিয়ে তাকে আঘাত করেছে। চোখ তার অন্ধকার হয়ে এলো; কাঁপতে কাঁপতে সে পড়ে গেল মাটিতে। কথা বলার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো, সে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখল গ্যাব্রিয়েল সেখানে নেই, আছে কেবল চারদিকে আলো। তার বাড়ির পেছনের ঘর পুড়ে ছাই হয়েছে, পাশের ঘরেও আগুন লেগেছে। সে কেবল বলতে লাগল।: 'হায়, এ কী হলো! আমি কেন আগুনটা প্রথমে নিভিয়ে দিলাম না।

অতি কষ্টে উঠে ইভান আগুনের কাছে গেল। তখন আর সে আগুন, নিভিয়ে ফেলার উপায় নেই। পেছনের আর পাশের ঘরের ওপর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাঝের থাকার ঘরটাকেও আক্রমণ করেছে। আস্তে আস্তে সমস্তই তার চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল। কিছুই রক্ষা করা গেল না। ইভান পাথরের মতো নির্বক নিশ্চল হয়ে রইল। পাড়ার লোকজন যার যার ঘরের জিনিসপত্র বাইরে এনে রাখতে লাগল; ব্যস্ততার সাথে গরু-ভেড়াগুলোর প্রাণরক্ষা

করল ঘর থেকে বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে বহু লোক অসহায়ের মতো ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। ইভানের বাড়ির আগুন গ্যাব্রিয়েলের পাশের ঘরে গিয়ে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের অর্ধেক বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এত বড় সর্বনাশ কেউ কল্পনাও করেনি।

ইভানের বাড়ির কোন জিনিসই রক্ষা পায়নি, কেবল ঘোড়াগুলো মাঠে ঘাস খেতে গিয়েছিল বলে বেঁচে আছে। তার বুড়ো বাবাকে সবাই মিলে অতি কষ্টে রক্ষা করেছে। গরুর গাড়ি, মুরগি, লাঙল, মাল-টানা গাড়ি, ধানের গোলা সবই আগুনের মুখে গেছে। বাড়ির লোকেরা কেবল গায়ের কাপড় নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। গ্যাব্রিয়েলের সামান্য কিছু জিনিস আর গরু-বাছুর ছাড়া কিছুই বঁচানো সম্ভব হয়নি। সারা রাত আগুন জ্বলল। নেভানো সম্ভব হয়নি। সে আগুনের শিখা।

ইভান কেবল আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে বলছিল: ‘একি হলো ভাইসব!’ একবার সে আগুনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে ঘরের একটা কড়িকাঠ আনতে গেল। সামান্য পোড়া কাঠটা রক্ষা করার জন্য অস্থির হয়ে পড়ল সে। প্রতিবেশীরা বলল: ‘তার এখন জ্ঞান নেই।’ আগুন থেকে যখন তাকে টেনে আনা হলো, তখন তার চুল, কাপড়, হাত পুড়ে গেছে।

সকালে গ্রামের সর্দারের ছেলে এসে বলল; ‘তোমাদের বাবার অবস্থা ভালো নয়। শেষবারের মতো তাকে দেখবে তো চলো। তাকে আমাদের বাড়িতে রাখা হয়েছে!’

ইভান যেন কিছুই বুঝতে পারছিল না, তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। চরম সর্বনাশে সে নিজের বাবার কথাও ভুলে গেছে। সর্দারের ছেলে ইভানকে নিয়ে গেল তাদের বাড়িতে।

মৃত্যুশয্যা থেকে বুড়ো বলল: ‘আমি তা◌োমাকে কী বলেছিলাম ইভান! গ্রামটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলার জন্য এখন দায়ী কে?’

গ্যাব্রিয়েল এ কাজ করেছে। বাবা! তাকে আমি নিজে ধরেছিলাম।’

আমার মৃত্যুরে সময়ে সত্যি করে বলো, কার অন্যায়?

ইভান পিতার দিকে চেয়ে রইল। তারপর সে পিতার বিছানার কাছে বসে বলল: 'আমারই প্রকৃত দোষ বাবা! আমিই সব অন্যায়ের জন্য দায়ী। আমাকে ক্ষমা করে!'

ছেলের মুখের দিকে বুড়ো চাোখ তুলে বলল, "ইভান, এখন তুমি করবে কী?

ইভানের দুচোখে বেয়ে পানি পড়ছিল: 'কিছুই জানি না বাবা, কী করে বাঁচব!'

মৃতপ্রায় বুড়োর মুখের শেষ কটি কথা কেবল শোনা গেল: 'তুমি পারবে ইভান! সৎপথে চলতে পারবে! শোনো বাবা, কাউকে বোলো না কে আগুন লা-গি-য়ে-ছে!' তারপর সব শেষ। বুড়োর কথা আর শোনা গোল না।

ইভান কাউকে বলল না কে আগুন লাগিয়েছিল। কেউ জানল না। সেই দুর্ঘটনার কারণ। এতে গ্যাব্রিয়েল অবাক হয়ে গেল। ভাবল, সত্যি ইভানের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে, সে শান্তিতে থাকতে চায়। গ্যাব্রিয়েলও ঝগড়া ভুলে মীমাংসা করল।

দু পরিবারের মধ্যে আবার গভীর সম্পর্ক হলো। একের সুখে-দুঃখে অপরে ভাগী। নতুন বাড়ি না ওঠা পর্যন্ত গ্যাব্রিয়েল ও ইভানের পরিবারের সবাই একই বাড়িতে থাকল। তারপর তারা পাশাপাশি বাড়ি তৈরি করে প্রতিবেশীর মতো বাস করতে লাগল। তাদের মধ্যে আর কখনো কোনো ঝগড়া হয়নি।

শয়তানের পরাজয়

অনেক অনেক দিন আগে এক দেশে এক দয়ালু লোক বাস করতেন। তার ধনদৌলতের সীমা ছিল না—ক্রীতদাসও ছিল অনেক।

দাসেরা প্রভুর তারিফ করে বলত: 'দুনিয়ায় আমাদের মনিবের চেয়ে ভালো লোক কেউ নেই। আমরা যতটুকু পারি। সেই পরিমাণেই কেবল আমাদের তিনি কাজ করতে দেন। কারো সঙ্গে কোনো দিন অন্যায় ব্যবহার করেন না। অন্যান্য মালিকের মতো তিনি দাসদের পশু মনে করেন না। তিনি আমাদের মঙ্গল করেন। আমরা এর চেয়ে উন্নত জীবন ভাবতেও পারি না।

শয়তান এ কথা শুনে ভাবল—দাসেরা তো তাদের প্রভুর সাথে সুখেশান্তিতে কোনো ঝগড়া না করে রয়েছে। একটা ব্যবস্থা করা চাই, শয়তানের কেন এমন একটা শান্তিময় পরিবেশ সহ্য হবে? সে এলেব নামে একজন দাসের ওপর সওয়ার হলো।

একদিন সবাই যখন মনিবের তারিফ করছিল, এলেব বলল: 'প্রভুর এত গুণগান করা স্রেফ বোকামি। আমরা ভালোভাবে কাজ করি বলেই তিনি আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন। দয়ালু না হয়ে তার পথ কোথায়? দ্যাখো না একদিন একটা ক্ষতি করে, দেখবে তার ব্যবহার— অন্যান্য মনিবের চেয়ে তাকে খারাপ মনে হবে।'

আর সব ক্রীতদাস এ কথা স্বীকার করতে রাজি নয়, তারা এ ব্যাপারে বাজি ধরতে চাইল। এলেব তার মনিবকে রাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা করবে: বলল। ঠিক হলো, যদি এলেব হেরে যায়, তবে সে ছুটির কাপড়জামা পাবে না। আর সে জিতলে অন্যান্য দাসবন্ধু তাদের ছুটির জামা সব তাকে দেবে। তদুপরি সবাই প্রতিজ্ঞা করল যে, প্রভু যদি কোনো অন্যায়ের জন্য তাকে শাস্তি দেন বা জেলে

দেন, তবে তারা এলেবকে মুক্ত করবে। সবাই ভাবল যে প্রভু এত ভালো লোক, তাকে খেপিয়ে তোলা যাবে না।

এলেব ছিল ভেড়ার রাখাল। তার দায়িত্বে ছিল প্রভুর কিছুসংখ্যক প্রিয় ও দামি ভেড়া। পরদিন সকালে মনিব কয়েকজন অতিথি আনলেন মূল্যবান ভেড়াগুলো দেখাতে। এলেব বন্ধুদের প্রতি চোখ টিপে হাসল। যেন বলতে চাইল—'দ্যাখো, আমি কী করে মনিবকে রাগাচ্ছি।'

সব দাসবন্ধু এসে ভিড় করেছে। দরজার কাছে এবং বেড়াগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। শয়তান ঘটনা দেখার জন্যে কাছেই একটা গাছে এসে বসল। মনিব অতিথিদের ঘুরে ঘুরে ভেড়াগুলো দেখালেন। কিন্তু তিনি চান। সবচেয়ে সুন্দর ও মূল্যবান ভেড়াটা দেখাতে।

'সব কটি ভেড়াই মূল্যবান', বললেন তিনি—'কিন্তু আমার বাঁকা শিংওয়ালা ভেড়াটির তুলনা হয় না। এ যেন আমার চোখের মণির মতো মূল্যবান।'

নতুন লোক দেখে ভেড়াগুলো ভয়ে বেড়ার ভেতরে কেবল ঘুরে বেড়াতে লাগল। যখনই একটু স্থির হয়ে দাঁড়াল, অমনি এলেব ইচ্ছে করে তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে দেয় একটা অজুহাতে—যেন তার কোনো দোষ নেই। ফলে কোনো অতিথি সেই অমূল্য ভেড়া আর ভালো করে দেখতে পারলেন না। মনিব বারবার চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু রাগলেন না।

তিনি বললেন, 'এলেব, বন্ধু আমার, সেই শ্রেষ্ঠ বাঁকা শিংওয়ালা ভেড়াটাকে ধরো। সাবধানে কিছুক্ষণ ধরে রাখো '

মনিবের অনুরোধ শুনে এলেব ভেড়ার দলে সিংহের মতো লাফিয়ে পড়ে সেই সবচেয়ে দামি ভেড়াটা ধরল। প্রথমে ভেড়াটাকে পায়ের পশমে ধরল সে। পরে পেছনের বাঁ পা এমনভাবে ধরে উঁচু করে এক ঝাঁকুনি দিল যে ভেড়াটার পা-ই গেল ভেঙে! এলেব এবার ডান পা ধরে রাখল।

অতিথি ও দাসেরা বিরক্তিতে চিৎকার করে উঠল। গাছের ওপর থেকে শয়তান এলেবের চালাকি দেখে খুশি হলো। মনিবের মাথায় যেন বাজ পড়ল। তিনি কিছুই বললেন না। কেবল মাথা নত করে রইলেন।

সবাই চুপ। কী ঘটে ভাবছে তারা অবাক হয়ে। মনিব নিজেকে সামলে নিয়ে নীরবে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন।

চোখমুখের ভাব পরিবর্তন করে তিনি এলেবকে হেসে বললেন: 'ও এলেব, এলেব! তোমার শয়তান প্রভু আমাকে রাগিয়ে তুলতে চেয়েছে তোমাকে দিয়ে। কিন্তু আমার বিবেক প্রভু তোমার প্রভুর চেয়ে শক্তিশালী। আমি তোমার ওপর রাগ করিনি, কিন্তু আমি তোমার প্রভুকে খেপিয়ে তুলব।

তুমি ভাবছ। আমি তোমাকে শাস্তি দেব এবং তুমি মুক্তি চাইছ। জেনে রাখো এলেব, আমি তোমাকে শাস্তি দেব না। অতিথিদের সামনেই তোমাকে আমি মুক্তি দিচ্ছি। যেখানে খুশি তুমি যেতে পার এবং তোমার ছুটির পোশাক নিয়ে যাও।

মনিব অতিথিদের নিয়ে ঘরে ফিরলেন। ওদিকে শয়তান পরাজিত হয়ে গাছের ওপর থেকে পড়ে মাটির নিচে তলিয়ে গেল। তার দুঃখের সীমা নেই।

বন্দী

ককেসাস সৈন্যদলের অফিসার জিলিন।

একদিন সে মায়ের চিঠি পেল: 'বাবা, মাকে একবার দেখে যা। মৃত্যুর আগে তোকে দেখে যেতে ইচ্ছে করে।'

সত্যি তো মাকে একবার দেখে আসা উচিত।--ভাবল জিলিন। ছুটি নিয়ে জিলিন বাড়ির দিকে রওনা হলো পরদিন ভোরবেলা। তখন ছিল গ্রীস্মকাল। পর্বত ও উপত্যকার ওপর দিয়ে যেতে ষোল মাইল রুক্ষ পথ, তারপর পাওয়া যাবে সমতল দেশ। গাড়িতে মালপত্র বোঝাই করে ঘোড়ার পিঠে জিলিন। এইটুকু পথ দিয়ে দিনের মধ্যে না পৌছালে বিপদ নিশ্চয়। কারণ তখন তাতার জাতির সাথে রুশ দেশীয় লোকদের চলছিল যুদ্ধ। ককেসাসের পাহাড় অঞ্চলের তাতারেরা কোনোক্রমে রুশদের বাগে পেলে আর রক্ষে নেই। হয় তাকে হত্যা করবে, নয় তো হাত-পা বেঁধে বন্দী করে নিয়ে যাবে তাদের পাহাড়ি পল্লীতে! তাই ব্যবস্থা অনুযায়ী সপ্তাহে দু দিন সৈন্যদের সাহায্যে দিনের বেলা সতর্কতার সাথে এই পথ পার হতে হয়।

জিলিনের সাথে আরো লোকজন রয়েছে। তাদের ফেলেই তার ঘোড়া বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে। এমন কী আর ভয়? যদি তাতারেরা আক্রমণ করে, পেছন দিকে দৌড়ে যাবে সবার কাছে।

এমন সময় দলের আর এক অফিসার বন্ধুর সাথে কথা হলো— অন্যদের পেছনে রেখে তারা এগিয়ে যাবে। এত গরমের মধ্যে মালবোঝাই গাড়ির সাথে টিমে তালে চলা যায় না।

জিলিন তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল; 'তোমার বন্দুকে গুলি ভরা হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ।', উত্তর দিল কোস্টিলিন।

‘তবে হ্যাঁ, আমাদের দুজনকে কিন্তু সর্বদা একসাথে থাকতে হবে।” বলল জিলিন।

সমতল ভূমির রাস্তা দিয়ে তারা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলল এগিয়ে। এরপর তারা চলল এক উপত্যকার মধ্য দিয়ে, দু দিকে উঁচু হয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে।

জিলিন বলল: ‘চলো, আমরা পাহাড়ের ওপর উঠে দেখে আসি তাতারেরা এদিকে আছে কি না।’ কোস্টিলিন রাজি হলো না, কী হবে পাহাড়ে উঠে?

কিন্তু জিলিন বাধা মানল না। সন্দেহ দূর করার জন্যে সে গিয়ে উঠল একটা পাহাড়ের ওপর। পাহাড়ের চূড়ায় উঠেই জিলিন যা দেখল, তাতে তার জবান বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। ঠিক যা সে ভেবেছিল! মাত্র একশ গজ দূরে প্রায় ত্রিশজন জোয়ান তাতার ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে তাদের দিকে। এখন আর বাঁচার কোনাে উপায় নেই। জিলিন মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চলল সোজা নিচের দিকে পালাবার জন্যে! কিন্তু হায়! তাতারেরা তাকে দেখে ফেলেছে।

দ্রুতগতিতে সে নেমে এলো উপত্যকায় চিৎকার করতে করতে: ‘বন্দুক নিয়ে তৈরি হও।’ ঘোড়া ছুটছে তার বাতাসের আগে যেন। কিন্তু কোস্টিলিন তাতারদের দেখতে পেয়েই বন্দুক নিয়ে পালাল। তার ঘোড়া তখন ছুটছে দুর্গের দিকে।

জিলিন দেখল বন্দুক আর কাছে নেই। কেবল তরবারি দিয়ে কিছুই সে করতে পারবে না। বাঁচার শেষ চেষ্টা করার জন্যে সে ছুটিল অন্য সঙ্গীদের দলের দিকে। কিন্তু ইতোমধ্যে তাতারেরা তাকে ঘিরে ফেলল। তাদের ঘোড়া জিলিনের ঘোড়ার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও দ্রুতগামী। অন্য কোনো দিকেই সে তার ঘোড়াকে চালিয়ে নিতে পারল না। একজন তাতারকে স্পষ্ট সে দেখতে পেল অতি কাছে বন্দুক উঁচিয়ে আছে, আর লাল দাড়ি। সে শঙ্কিত হয়ে উঠল: এই শয়তানটা আমাকে ধরতে পারলে চাবুকের আঘাতে প্রাণ নেবে।

জিলিনকে দেখতে সাধারণ মনে হলেও সাহসী পুরুষ সে। তরবারি বের করে জিলিন এগিয়ে গেল। লাল দাড়িমুখো তাতারকে আক্রমণ করতে। আমি তোমাকে শায়েস্তা করে ছাড়ছি—ভাবল সে।

কিন্তু তখন পেছন থেকে তাতারদের বন্দুকের গুলি এসে লাগল তার ঘোড়ার গায়ে। আর সাথে সাথে আহত ঘোড়াটা তাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ার মাটির ওপর। ঘোড়ার নিচে থেকে ওঠার বৃথা চেষ্টা করল জিলিন। কিন্তু মুহূর্তে দুজন তাতার এসে তাকে চেপে ধরে দু হাত বেঁধে ফেলেছে পেছনের দিকে। সে শত চেষ্টা করল হাত ছাড়াবার জন্যে। ইতোমধ্যে আরো তিনজন তাতার এসে তাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করতে লাগল। জিলিনের চোখ বন্ধ হয়ে এলো, সে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তাকে বাধা হলো সুকৌশলে। তার ঘড়ি, বুটজুতো ইত্যাদি ছিনিয়ে নিয়ে তাতারেরা শরীরের সর্বত্র খুঁজে দেখল। আর কী পাওয়া যায়। তারপর ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নিয়ে চলল তাকে নিজেদের মুলুকে।

জিলিনের চোখের সামনে তাতারেরা মেরে ফেলল। তার ঘোড়াটাকে। আর তা গা থেকে খুলে নিল জিন ও সাজপোশাক।

ঘোড়ার পিঠে এমনভাবে তাকে বেঁধে বসানো হয়েছে যে, সে একটুও নড়তে পারল না। এমনকি কপাল দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত পর্যন্ত সে হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে পারছিল না। চাখের ওপর রক্ত এসে জমে রইল, কিছুই সে দেখতে পাচ্ছিল না। পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পার হতে যথেষ্ট সময় মৃত্যু তাদের। তারপর তারা একটা ছাট নদী পার হয়ে চলল উপতাকা দিয়ে।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এলো। তারা আর একটা নদী পার হয়ে এক পাহাড়ি গ্রামে এসে উপস্থিত হলো। তাতারদের বিশেষ ধরনের গ্রাম এটা। তারা ঘোড়া থেকে নামল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে এসে জিলিনকে ঘিরে দাঁড়াল, আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার প্রতি পাথরের টুকরো ছুড়ে মারতে লাগল।

তাতারেরা শিশুদের তাড়িয়ে দিয়ে জিলিনকে ঘোড়া থেকে নামাল। ছেড়া শার্ট পরা একজন জওয়ানকে ডেকে আনা হলো; সে হুকুম পেয়ে নিয়ে এলো একটা মোটা শিকল। তার রিঙের মধ্যে তালা জুড়ে দেয়া আছে। জিলিনের হাত খুলে দিল তারা। কিন্তু লাগিয়ে দিল সেই শিকলটা। তাকে টেনে নিয়ে গেল একটা গোলাবাড়িতে, চারদিক বন্ধ সেই ঘর। তাকে তালাবদ্ধ করে রেখে আসা হলো সেখানে। সে প্রথম পড়ল গিয়ে সারের স্তুপের ওপর। পরে অতি কষ্টে একটু ভালো জায়গা খুঁজে পড়ে রইল।

রাতে তার ঘুম হলো না বললেই চলে। পরদিন সকালে উঠে সে। দেয়ালের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল। সামনের রাস্তাটা চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। তার ডান পাশে তাতারদের একটা ঘর, চৌকাঠের কাছে একটা কালো কুকুর বসে আছে। একটু পরই সেই লাল দাড়িমুখো তাতার বেরিয়ে এলো, তার সাথে রয়েছে একটা ঝকঝকে ছোরা। সে কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে চাকরকে কী হুকুম দিয়ে চলে গেল। কয়েকটি ছেলে এলো জিলিনের বন্ধ গুদামঘরের কাছে। তারা দুষ্টুমি করে ছোট চিকন একটা কাঠি ঘরের ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। জিলিন তাদের ধমক দেয়ায় ছুটে পালাল।

তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছিল জিলিনের।

সে শুনতে পেল কে যেন গোলাঘরের তালা খুলছে। সেই লাল দাড়িমুখো তাতার একজন কালো লোককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল। লোকটার কালো চোখ, লাল চিবুক আর ছোট ছোট দাড়ি। হাসি-খুশি তার চেহারা। দেখলে মনে হয় অবস্থা তার ভালো। পোশাক-পরিচ্ছদেও তাকে একটু অবস্থাশালী বলে মনে হবে। কোমরের বেল্টে বড় একটা দামি ছোরা, পায়ে লাল মরক্কো চটি, মাথায় ভেড়ার চামড়ার টুপি।

লাল দাড়িমুখো তাতারের মন বিরক্তিতে যেন ভরে আছে। কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে ছোরাটা নাড়াচাড়া করছিল, সে নেকড়ে বাঘের মতো জিলিনের দিকে

দৃষ্টি রেখেছিল। কালো লোকটা সোজা জিলিনের সামনে এসে বসল। তাতারের কথা কিছুই বুঝতে পারল না জিলিন। কেবল দুটি শব্দ ছাড়া—'গুড রুশ, গুড রুশ।' মানে বেশ ভালো রুশ।

জিলিন তার কাছে পানি চাইল ইঙ্গিত করে।

কালো লোকটা ডাকল: 'দীনা।'

ছোট একটি মেয়ে এলো দৌড়ে। দেখতে ঠিক যেন এক তাতারের মতো। সুন্দর তার চেহারা, কালো চোখ দুটি উজ্জ্বল। ছিপছিপে প্রায় তেরো বছর বয়সী মেয়েটির গায়ে নীল রঙের লম্বা একটা গাউন, তাতে লাল রঙের কাজ করা আর পরনে পাজামা, জুতো। গলায় রুশ-দেশীয় রুপোর টাকা দিয়ে তৈরি হার। তার কালো চুল রঙিন ফিতে দিয়ে গোছানো।

বাবার হুকুম পেয়ে সে জিলিনকে এক জগ পানি এনে দিল। দীনা জিলিনের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল, যেন সে একটা বন্য জন্তু দেখছে। তারপর জিলিনকে এনে দিল মেয়েটি রুটি। আর অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে জিলিনের দিকে। তাতারেরা আবার তাকে বন্ধ করে রেখে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর সেই গরিব চাকর এসে জিলিনকে নিয়ে গেল সেই কালো তাতারের বাড়িতে। জিলিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গেল। তাকে একটা ভালো ঘরে বসতে বলা হলো। ঘরটায় দেয়ালে কাদা দিয়ে সুন্দর ভালো প্রলেপ দেয়া। একদিকে পালকের বিছানা গোছানো, অপরদিকে টাঙানো রয়েছে দামি গালিচা। গালিচার ওপর ঝুলছে বন্দুক, পিস্তল আর তরবারি। ঘরে পাঁচজন তাতার বসে আছে। চেয়ারের ওপর সেই লাল দাড়িমুখো তাতারও রয়েছে সেখানে। তাতারেরা সবাই এক প্রকার পানীয় ও অন্যান্য খাবার শেষ করল।

এরপর তাদের একজন রুশ ভাষায় জিলিনকে বলল: 'কাজী মোহাম্মদ তোমাকে ধরে এনেছে।' সে লাল দাড়িমুখে তাতারকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

কালো তাতারকে দেখিয়ে বলল: ‘কাজী তোমাকে এই আবদুল মুরাদের কাছে তুলে দিয়েছে। মুরাদই এখন থেকে তোমার মনিব। তোমার মনিব তোমাকে বাড়ি থেকে চিঠি লিখে টাকা আনতে বলেছে। সে মোটা টাকা পেলেই তোমাকে ছেড়ে দেবে।’ জিলিন বলল: ‘কত টাকা চায় সে?’

তাতারেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। পুনরায় সেই দোভাষী বলল: ‘তিন হাজার রুবল।’

জিলিন জানাল: ‘না, এত টাকা দিতে পারব না আমি।’

মুরাদ রাগে লাফিয়ে উঠল। দোভাষী জিজ্ঞেস করল: ‘তুমি কত দিতে চাও?’

পাঁচশ রুবল-- জিলিনের উত্তর।

এবার মুরাদ রেগে উঠল কাজীর ওপর। নিজেদের মধ্যে আলাপ করে দোভাষী বলল: ‘পাঁচ শ, রুবলে চলবে না। মুরাদ তোমাকে দুই শ রুবল দিয়ে তো কাজীর কাছ থেকে কিনেছে। তিন হাজারের কমে হবে না। যদি তুমি বাড়িতে এই টাকার জন্যে লিখতে অস্বীকার কর, তবে তোমাকে একটা গভীর গর্তে ফেলে বেত মারা হবে।’

জিলিন দেখল। এ অবস্থায় ভয় পেলে আরো বিপদে পড়বে সে। তাই সে সাহস করে দাঁড়িয়ে বলল: ‘আমি মোটেই ভয় করি না। যদি আমাকে এমনি করে ভয় দেখানো হয় তবে আমি রুবলের জন্যে লিখব না, তখন কিছুই পাবে না। আমি তোমাদের মতো কুকুরকে কখনো ভয় করিনি, করবও না।’

আবার তাদের মধ্যে আলোচনা হলো। দোভাষী জানাল: ‘এক হাজার পেলে মুরাদ সন্তুষ্ট হতে রাজি আছে।’

‘পাঁচ শ, রুবলের বেশি আমি দেব না। যদি তোমরা আমাকে হত্যা কর তবে কিছুই পাবে না।’

তাতারেরা চাকর পাঠিয়ে আর একজন বন্দীকে নিয়ে এলো। তার পায়েও লোহার শিকল। জিলিন অবাক হলো, এ যে কোস্টিলিন। তাকেও ধরেছে এরা!

তারা দুজন পাশাপাশি বসল। কোস্টিলিন জিলিনকে জানাল কী করে তাকে ধরা হয়েছে! তার ঘোড়াও আর এগোতে পারেনি, তার বন্দুকের গুলি কোনো কাজে লাগেনি। বর্তমানে মুরাদ তারও মনিব।

দোভাষী জানাল: 'তুমি রেগে যাচ্ছ। কিন্তু তোমার ভদ্র বন্ধু বাড়িতে পাঁচ হাজার রুবলের জন্যে লিখেছে। তাই তাকে ভালো খাবার দেওয়া হবে, ভালো ব্যবহারও সে পাবে।'

জিলিনের সেই একই কথা: ইচ্ছে করলে তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে পা ের। কিন্তু আমি পাঁচ শ রুবলের বেশি দেবই না। আমার বন্ধু হয়তো বড়লোক।'

সবাই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। পরে হঠাৎ মুরাদ লাফিয়ে উঠে গিয়ে কালিকলম আর কাগজ এনে দিল জিলিনকে চিঠি লিখতে-পাঁচ শ, রুবলেই অগত্যা রাজি সে।

এবার জিলিন হেসে বলল: পরে হঠাৎ মুরাদ লাফিয়ে উঠে গিয়ে কালিকলম আর কাগজ এনে দিল জিলিনকে চিঠি লিখতে—পাঁচ শ রুবলেই অগত্যা রাজি সে।

মুরাদ দোভাষীর মাধ্যমে জানাল: 'আমি তাদের বরের উপযুক্ত পোশাক দেব, আর খেতে দেব রাজপুত্রের খাদ্য। একত্র থাকবে তারা, কিন্তু দিনের বেলা শিকল খোলা হবে না, তারা পালিয়ে যেতে পারে।'

জিলিন চিঠি লিখল পাঁচ শ, রুবলের জন্যে—কিন্তু ইচ্ছে করে ভুল ঠিকানা লিখল, যাতে করে চিঠিটা না পৌছায়। সে মনে মনে স্থির করল: 'আমি পালিয়ে যাব।'

জিলিন আর কোস্টিলিনকে পুনরায় নিয়ে যাওয়া হলো সেই গোলাবাড়িতে। তাদের কিছু রুটি ও পানি দেওয়া হলো খেতে। পুরনো দু জোড়া বুটজুতো ও দুটি ছেড়া জামা তাদের জন্যে এলো। রাতের বেলা পায়ে শিকল দেয়া হলো না।

এক মাস সেই গোলাঘরে তাদের দিন কাটল দুঃখ-কষ্টের মধ্যে, বাজে খাবার খেয়ে। মনিব মুরাদ কথা রাখেনি, অতি সামান্যই তাদের দিয়েছে।

কোস্টিলিন আর একবার এর মধ্যে রুবলের জন্যে চিঠি লিখেছে। সে ভাবছে টাকা আসবে। কিন্তু জিলিন জানে তার চিঠি মায়ের কাছে পৌছবে না, তদুপরি তার মায়েরও এত টাকা দেয়ার ক্ষমতা কোথায়? তাই সর্বদা পালিয়ে যাবার ফন্দি খুঁজে চলেছে।

জিলিন টুকিটাকি জিনিস তৈরি করতে জানত। তাই সে বসে বসে হয় মাটির পুতুল-খেলনা, নয় তো কাঠখড়ি দিয়ে ছোট ঝুড়ি তৈরি করত। একদিন সে একটা সুন্দর পুতুল বানিয়ে রেখে দিল বাইরে। তাতার মেয়েরা পানি আনার পথে ওটা দেখে হাসল। কিন্তু নিল না কেউ। জিলিন বাইরে পুতুলটা রেখে চলে গেল গোলাঘরে। দীনার চাোখে পুতুলটা অত্যন্ত সুন্দর মনে হয়েছে। সে দৌড়ে এসে পুতুলটা নিয়ে পালিয়ে গেল।

সকালবেলা জিলিন দেখল দীনা সেই পুতুলটাকে সাজিয়েছে। রঙিন পোশাকে আর সেটাকে শিশুর মতো দুলিয়ে ছড়ার গান গাইছে দাওয়ায় বসে। এক বুড়ির কাছে ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগল না। সে দীনার পুতুলটা ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙে ফেলল।

জিলিন পরদিন দীনাকে আরো সুন্দর একটা পুতুল বানিয়ে দিল।

একদিন দীনা জিলিনকে একটা জগ এনে দিল। জিলিন ভাবল পানি হবে। দেখা গেল তাতে দুধ রয়েছে। জিলিনকে দুধ খেতে দেখে দীনা খুশিতে

আটখানা। এরপর থেকে দীনা প্রতিদিনই জিলিনকে দুধ এনে খাওয়াত, তাছাড়া সে জিলিনকে ছাগলের দুধের পনির ও ভেড়ার মাংস এনে দিল।

একদিন ভয়ানক বৃষ্টি ও ঝড় হয়ে গেল। ঝড়ের পর বৃষ্টির পানি গ্রামের রাস্তার ওপর দিয়ে বেগে বয়ে চলল। জিলিন মনিবের কাছ থেকে একটা ছোট ছুরি পেয়েছিল। তা দিয়ে সে হালকা কাঠের চাকা ও গোল যন্ত্রের মতো দেখতে একটা জিনিস বানাল। দুটি পুতুলকে সে কাপড় পরিয়ে চাষি আর চাষিবউ তৈরি করেছে। চাকায় পুতুল দুটি বসিয়ে সে এমন এক অবস্থা করল যে পানির ওপর রাখতেই স্রোতের বেগে চাকা ঘুরতে লাগল আর পুতুল দুটিও নাচতে শুরু করল। এই দেখে তো ছেলেমেয়েরা আনন্দে আত্মহারা।

সমস্ত তাতার গ্রাম যেন ভেঙে পড়ল জিলিনের খেলনা দেখতে। সবাই বলল: 'আহ রুশ! আহ, জিলিন!'

প্রভু মুরাদের ঘড়িটা ভেঙে গিয়েছিল। জিলিন সেটা নিয়ে সম্পূর্ণ খুলে আবার সারিয়ে দিল। মনিব খুশি হয়ে তাকে একটা ছেড়া জামা উপহার দিল। এরপর জিলিনের সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দূর দূর গ্রামের লোকজনও তাকে দিয়ে ঘড়ি, বন্দুক ইত্যাদি সারিয়ে নিয়ে যেত।

একদিন গ্রামের এক তাতারের অসুখ হয়। সবাই এসে জিলিনকে বলল: 'তুমি চেষ্টা করে একে সারাও।' সে চিকিৎসা করবে কী করে? কিছুই তো জানে না। তবু গিয়ে রোগী দেখল। তার মনে হলো এ রোগী হয়তো বেঁচে উঠবে। সে গোলাঘরে ফিরে পানির মধ্যে সামান্য বালি গুলিয়ে ওষুধ বানাে্ল। তারপর গিয়ে অন্য তাতারদের সামনে কী সব এলোমেলো কিছু মুদ্র উচ্চারণ করে রোগীকে খেতে দিল। রোগী কিন্তু আস্তে আস্তে সেরে উঠল।

তাতারদের ধারণা, জিলিন অনেক আশ্চর্য জিনিস করতে পারে। জিলিন ক্রমে তাতারদের ভাষাও কিছু কিছু শিখে ফেলেছে! তাকে আদর করে অনেকে ডাকত: 'আইভান! আইভান!'

কিন্তু সেই লাল দাড়িমুখো কাজী মোহাম্মদ ও আর একজন বুড়ো হাজী তাকে দেখলেই ক্ষেপে উঠত। একদিন জিলিন বুড়ো হাজীর বাড়িতে গিয়েছিল গোপনে। বুড়ো রুশদের দেখলেই মেরে ফেলতে চায়! সে রেগে পিস্তলের গুলি ছুড়ল জিলিনের দিকে। জিলিন কোনোক্রমে পালিয়ে বাঁচে। এখানেই শেষ নয়, বুড়ো এসে মুরাদের কাছে বলল, এই রুশকে বিশ্বাস না করে হত্যা করা উচিত। বুড়ো চলে গেলে মুরাদ বলল: 'তোমাকে আমি মারব না আইভান। তোমার জন্য আমার টাকা ব্যয় হয়েছে, তদুপরি তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে গেছে। প্রতিজ্ঞা না করলে তোমাকে আমি তোমার বাড়ি যেতেই দিতাম না।' সে আবার হেসে বলল: 'আইভান, তুমি ভালো লোক; আমি আবদুল মুরাদও ভালো!'

আরো এক মাস এভাবে কাটল। দিনের বেলা জিলিন তাতার গ্রামের মধ্যে ঘুরে আর নানা প্রকার খেলনা আরো কত কি তৈরি করে সময় কটাত। আর রাতের বেলা? গোলাঘরের ভিটি খুঁড়ত সে পাথরের টুকরো ও লোহার একটা হাতল দিয়ে—এটাই ছিল তার আসল কাজ। অবশেষে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মতো উপযুক্ত একটা সুড়ং করতে সমর্থ হয়েছে। পালিয়ে যেতে হলে এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এখন কেবল পথটা জানতে পারলেই হয়।

একদিন তার মনিব বাড়ি ছিল না। জিলিন সুযোগ বুঝে গ্রামের পাশের পাহাড়ে উঠতে রওনা হলো—পাহাড়ের চূড়া থেকে সে চারদিকের এলাকা আর পথ দেখে রাখব। মনিবের ছেলে এসে বাধা দিল: 'যেয়ো না, আইভান। বাবা মানা করেছে। আমি লোক ডাকব।'

জিলিন তাকে শান্ত করার জন্যে বলল: 'আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। তাছাড়া পায়ে আমার শিকলের বেড়ি রয়েছে যে, পালাব কী করে? আমি পাহাড়ে ওষুধের

গাছ খুঁজব। কাল তোমাকে আমি তীর-ধনুক বানিয়ে দেব।' ছেলে খুশি হয়ে চলে গেল।

পাহাড়ের চূড়াতে উঠে। জিলিন দেখল পাহাড়, উপত্যকা, নদী আর বনভূমি— সবটাই এখানে তাতারদের দেশ। সে রাশিয়ার দিকে দেখল— সামনে একটা ছোট নদী, এদিকে গ্রাম, তারপর ছোট পাহাড়, জঙ্গল। ওই দূরে দূ-র সমতল ভূমির পরে আকাশের দিকে ধুয়াে উঠছে। হ্যাঁ, ওদিকেই যেতে হবে। ওখানেই রয়েছে রুশ সৈনিকদের দুর্গ।

'ঠিক পথ চিনতে পেরেছি। আজ রাতেই চলে যেতে হবে।' ভাবল জিলিন।

কিন্তু সন্ধ্যার পরই তাতার পুরুষরা ফিরে এলো গ্রামে একজনের নিয়ে। তিন দিন পর্যন্ত তারা গ্রামে থেকে শোক প্রকাশ করল। চতুর্থ দিন আবার তাতারেরা যার যার কাজে বেরিয়ে গেল। কিন্তু মুরাদ বাড়িতে রইল।

কোস্টিলিনকে জিলিন বলল: 'চলো, আজ রাতেই আমরা পারিয়ে যাই।'

কোস্টিলিন বলল: 'কী করে যাবে? আমরা পথ চিনি না যে।'

আমি পথ চিনে ফেলেছি। তাছাড়া আমার সাথে অতিরিক্ত পনিরও রয়েছে পথের খাবার'—জিলিন উত্তর দিল।

অনেক ভেবে কোস্টিলিন রাজি হলো। তখন ছিল চাঁদের রাত। রাতে অতি কষ্ট করে দু বন্ধু সেই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে বাইরে এলো। তারা সতর্কতার সাথে এগিয়ে চলল বাগানের পথ ধরে। পরে পাহাড়ের কাছে নদী পার হয়ে একটা উপত্যকায় গিয়ে উপস্থিত হলো আবছা অন্ধকারে। কুয়াশা পড়েছে, ঠাণ্ডা লাগছে। ছেড়া জুতো খুলে ফেলে দিয়ে চলতে শুরু করল। এদিকে কোস্টিলিনের পা কেটে গেছে, সে চলছে জিলিনের পেছনে।

জিলিন বলল; 'তোমার পায়ের ঘা সেরে যাবে। কিন্তু তাতারেরা যদি একবার ধরে ফেলে তবে আর রক্ষা নেই, মৃত্যু!'

একটা উপত্যকায় কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তারা ডান দিক থেকে কুকুরের চিৎকার শুনল। পাহাড়ে উঠে জিলিন দেখল। সব মাটি।

জিলিন বলল: 'এই রে সেরেছে! ভুল পথে এসে গেছি। এখানে তাতারদের একটা গ্রাম।'

তারা দ্রুত বাঁ দিকের পথে চলল। কোস্টিলিন আবারও পেছনে পড়ে পায়ের ব্যথায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। জিলিন ধমক দিল: 'আস্তে, শুনতে পাবে। সাবধানে চলো।'

একটা বনে প্রবেশ করতেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে এলো তাদের। তবে কি তাতারেরা আসছে? তারা একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। কোস্টিলিন ভয়ে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ল। জিলিন হেসে বলল: 'আরে, এটা একটা বড় শিংওয়ালা হরিণ!'

আবার তারা চলল। ভোর প্রায় হয়ে এসেছে। কিন্তু রুশ দুর্গ এখনো সাত মাইল দূরে। কিছুক্ষণ পর তারা একটা পরিষ্কার কৃষিজমিতে আসতেই কোস্টিলিন বসে পড়ল ধপাস করে। বলল: 'পা আর চলে না। আমার! আমি আর যেতে পারব না।'

জিলিন ভয় দেখাল: 'ঠিক আছে, তুমি থাকো। আমি চললাম, বিদায়!' কোস্টিলিন এক লাফে উঠে। জিলিনের পিছু ধরল। এক মাইল পথ চলার পর জঙ্গলের মধ্যে কুয়াশায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ তারা ঘোড়ার পায়ের শব্দ আবার শুনতে পেল। হ্যাঁ, ঠিকই এবার একজন তাতার ঘোড়ায় চড়ে গরু নিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু সে পাশ কেটে চলে গেল।

আবার কোস্টিলিন ভেঙে পড়ল। সে ঠাণ্ডায় যেন বরফ হয়ে গেল, পা দিয়ে রক্ত পড়ছে—হাঁটছে খুঁড়িয়ে। কিন্তু এ অবস্থায় জিলিন বন্ধুকে ফেলেই বা যায় কী করে। অথচ ভোর হয়ে গেছে, অপেক্ষা করলেই মৃত্যু অনিবার্য্য!

জিলিন শেষ পর্যন্ত কোস্টিলিনের বিরাট ও ভারী দেহ পিঠে তুলে রওনা হলো আবার। কোস্টিলিন তখনো কুঁকিয়ে কাঁদছে। নিশ্চয়ই তাতারেরা এই শব্দ শুনতে পেয়েছে। আবার একজন তাতার ঘোড়ায় চড়ে সামনে!, তারা ঝোপের আড়ালে গিয়ে পালাল। তাতারের বন্দুকের গুলি তাদের গায়ে লাগল না, বেঁচে গেল।

জিলিন বলল: 'বন্ধু, সব শেষ! এখন এই শয়তানটা গিয়ে গ্রামসুদ্ধ লোককে বলবে। তোমার জন্যেই সব বিপদ।'

কোস্টিলিন উত্তর দিল: 'তুমি চলে যাও। আমার জন্যে কেন মারা যাবে!'

'না, যাব না।' জিলিন বলল: 'বন্ধুকে এখানে ফেলে। আমি যেতে পারি না।'

আবার জিলিনা কাধের ওপর কোসিন্টলিনকে উঠিয়ে চলল। আধমাইল চলে জিলিন হাঁপিয়ে উঠল। একটা ঝরনার কাছে কোস্টিলিনকে নামিয়ে জিলিন বলল - 'জিরিয়ে নেয়া যাক। কিছু পনির সঙ্গে আছে! এসো খেয়ে তাজা হই।'

যেই তারা ঝরনার পানি খেতে বসেছে, আবার ঘোড়ার পায়ের শব্দ! ডান দিকের ঝোপের নিচে আড়ালে তারা শুয়ে পড়ল। রাস্তার ওপর তাতারেরা কথা বলছে। তার পরই একটা কুকুর পাঠিয়ে দিল জঙ্গলের মধ্যে খোঁজ করতে। কুকুরটা এদিক-ওদিক খুঁজে ঠিক জিলিনদের কাছে এসে ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠল! ব্যস, আর যাবে কোথায়? কয়েকজন তাতার এসে দু বন্ধুকে বেঁধে নিয়ে গেল ঘোড়ার পিঠে করে। দু মাইল যেতেই মুরাদের সঙ্গে তাদের দেখা। মুরাদ তাদের আবার নিয়ে গেল নিজ গ্রামে।

গ্রামের লোকজন এসে জড়ো হলো। তারা পরামর্শ করল এখন কী করা যায়। সেই বুড়ো এসে বলল; রুশদের বিশ্বাস করতে নেই, এদের খাওয়ানাে পাপ। মেরে ফেলো এদের।' কেউ বলল দূরের পাহাড়ে পাঠিয়ে দিতে, যাতে পালাতে না পারে।

কিন্তু মুরাদ রাজি নয় কোনো প্রস্তাবেই। সে জানাল, টাকা না পেলে কিছুতেই এদের মারা যায় না।

জিলিনকে মনিব বলল: 'যদি পনেরো দিনের মধ্যে টাকা না আসে, তবে তাোমাদের চাবুকের আঘাতে হত্যা করা হবে। এবার ঠিকমতো পত্র দু বন্ধু আবার পত্র লিখল। মনিব তাদের পায়ে শিকলের বেড়ি লাগিয়ে মসজিদের পেছনে একটা অন্ধকার গর্তে থাকার ব্যবস্থা করল।

এবার তাদের জীবনের দুর্যোগ বেড়ে গেল। পায়ের শিকল চব্বিশ ঘণ্টাই রয়েছে। খাওয়ার জন্যে সামান্য কিছু রুটি ওপর থেকে ছুড়ে দেয়া হয়। স্যাঁতসেঁতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কোস্টিলিনের শরীর ফুলে গেল। জিলিনও এবার কিছুটা দমে গেছে, বাঁচার কোনো উপায়ই দেখছে না। একদিন সে বসে চুপ করে ভাবছে। হঠাৎ একটা কেক তার কোলে পড়ল ওপর থেকে, আরো একটা! তারপর অনেকগুলো ফল। জিলিন ওপরে চেয়ে দেখল দীনা! সে জিলিনের দিকে চেয়ে খিলখিল করে হেসে দৌড়ে পালিয়ে গেল। জিলিনের মনে প্রশ্ন জাগল: 'দীনা কি পারবে না। আমাকে সাহায্য করতে?'

জিলিন গর্তের মাটি তুলে আবার মানুষ, কুকুর, ঘোড়া ইত্যাদি বানাল দীনার জন্যে। দীনা এলে সে ছুড়ে দেবে ওপরে। দীনা পরের দিন এলো না।

কাছেই তাতারেরা জড়ো হয়ে রুশদের সম্বন্ধে কী সব আলোচনা করছে। জিলিন কিছু কিছু শুনতে পেল। রুশ সৈন্যরা গ্রামের কাছাকাছি কোথাও হয় তো এসেছে। তাই তারা বন্দীদের নিয়ে বিপদে পড়েছে। জিলিন অনুমান করল।

হঠাৎ জিলিন দেখতে পেল দীনা ওপরে উবু হয়ে চেয়ে আছে, তার চাোখ তারার মতো জ্বলছে। সে কিছু পনির ছুড়ে দিল জিলিনকে। জিলিন বলল: 'তুমি আসনি কেন? তোমার জন্যে খেলনা বানিয়েছি। এই নাও।' বলে ছুড়ে দিতে লাগল সে।

দীনা মোটেই খেলনার দিকে চাইল না। বলল: 'আমি এসব চাই না।' একটু চুপ করে থেকে আবার মুখ খুলল: আইভান, তোমাদের এরা মেরে ফেলতে চায়!'

'কে মারতে চায় আমাদের?'

বাবা আর বুড়ো বলছে নিশ্চয়ই মারতে হবে। কিন্তু আমি তোমাদের জন্যে খুব দুঃখিত!' দীনা বলল।

'দীনা, আমাকে একটা লম্বা বাঁশ এনে দাও না।' জিলিন অনুরোধ করল।

মাথা নেড়ে দীনা জানাল—পারবে না।

জিলিন আবার বলল, দীনা, দীনা।

আমি যে পারি না, আইভান! সবাই বাড়িতে রয়েছে, দেখে ফেলবে!' এই বলে দীনা চলে গেল।

সন্ধ্যা হলে গেছে। জিলিন ভাবছে কী ঘটে কে জানে— দীনা ভয় পাচ্ছে এ কাজ করতে। তার মাথার ওপর মাটির গুড়ো এসে পড়ল। চেয়ে দেখে দীনা একটা বাঁশ নামিয়ে দিচ্ছে তার কাছে। অন্ধকারের মধ্যে দীনার উজ্জ্বল চোখ দুটি বিড়ালের চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে। সে জিলিনকে ফিসফিস করে ডাকল; 'আইভান! আইভান!'

'কেন?'

'দুজন ছাড়া সবাই চলে গেছে।'

কোস্টিলিনকে ডেকে জিলিন বলল: 'একটা শেষ চেষ্টা করা যাক। তোমাকে আমি সাহায্য করব, চলো।'

আমি কী করে যাব? আমার চলার মতো শক্তি নেই।

কোস্টিলিন এই বলে জিলিনকে বিদায় দিল।

দীনা বাঁশটা ছোট্ট দুটাে হাত দিয়ে ওপরের দিকে মাটিতে চেপে ধরল। জিলিন উঠে এলো গর্ত থেকে ওপরে। দীনা ঘরে ফিরল খুশি হয়ে।

জিলিন শিকল পায়ে নিয়েই হাঁটতে শুরু করল পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের নিচে সে একটা পাথর দিয়ে শিকলের তালাটা ভাঙতে চেষ্টা করতে লাগল। এমন সময় কারা যেন পায়ের আওয়াজ। কে আসছে দৌড়ে? এ যে দীনা! সে এসে বলল: 'দাও আমাকে চেষ্টা করতে।' তার কচি হাতে কতই বা শক্তি। পারল না। সে পাথর দিয়ে কিছু করতে। বসে কাঁদতে লাগল দীনা। জিলিনের চেষ্টা বিফল হয়ে গেল।

পাহাড়ের গায়ে চাঁদ দেখা গেল। জিলিন লাফিয়ে উঠে ভাবল—চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই তাকে বনের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে।

'বিদায়, প্রিয় দীনা। তোমাকে আমি কখনো ভুলব না।' জিলিন চলল। কিন্তু দীনা ধরে কিছু পনির দিল। কোনো কথা সে বলল না। 'ধন্যবাদ, দীনামণি! আমি চলে গেলে কে তোমাকে পুতুল বানিয়ে দেবো?'

দুহাতে মুখ ঢেকে দীনা কেঁদে উঠলো, চোখের পানি গড়িয়ে পড়ল তার গাল বেয়ে! সে ছুটে চলল বাড়ির দিকে হরিণশিশুর মতো।

জিলিন শিকলের তালাটা হাতে ধরে চলল সামনে, এবার তার পথ চেনা আছে। নদী পার হয়ে সে উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলল। চাঁদের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু জিলিন দ্রুতগতিতে এগিয়ে অন্ধকার বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এবার বিশ্রাম নিতে বসল সে, বিশ্রামের সময় কিছু পনির খেয়ে সে নিজেকে তাজা করল। একটা পাথর দিয়ে সে আবার চেষ্টা করল তালা ভাঙতে। তাতে হাতে ব্যথা পেল, ফল কিছুই হলো না।

আবার সে রওনা হলো। কিন্তু প্রায় এক মাইল যেতেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। শিকলের জন্যে প্রায়ই দাঁড়াতে হচ্ছে। সে ভাবল—আমাকে চলতেই হবে, যতক্ষণ আমার বিন্দুমাত্র শক্তি আছে। সারা রাত সে এভাবে চলল। দুজন তাহার কাছ দিয়েই গেল, কিন্তু দেখতে পায়নি।

চাঁদের আলো কমে আসছে, শিশির পড়তে শুরু করছে। এখন ভোর। আরো কিছুদূর এগিয়েই জিলিন বনের শেষে এসে পৌছল। সামনের সমতল ভূমির পর ওই তো রুশ সৈন্যদের দুর্গ দেখা যাচ্ছে! দুর্গের বা দিকে আগুনের পাশে লোকজন বসে আছে, ধুয়ো উঠছে ওপরের দিকে।

সে আগ্রহ নিয়ে দেখল, বন্দুক--হ্যাঁ, তারা তো সৈনিক, কসাক! আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল জিলিন।

জিলিনের যেন শক্তি বেড়ে গেল। পাহাড়ের বন থেকে সমতলে চলতে শুরু করে সে ভাবল-তাতারেরা খোলা মাঠে না দেখতে পেলেই হয়!

ঠিক তক্ষুনি তিনজন তাতারকে সে বাঁ দিকের টিলার ওপর দেখতে পেল। তাতারেরাও তাকে দেখে দৌড়ে আসছে। জিলিনের রক্ত পানি হয়ে গেল।

কোনো উপায় না দেখে জিলিন দু হাত তুলে সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠল: 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

কসাকরা তার কণ্ঠ শুনতে পেয়ে দ্রুত একটা দল বেরিয়ে এলো ঘোড়ার পিঠে তার দিকে। কিন্তু তাতাররাও জিলিনকে ধরে ফেলল। আর কি! জিলিন শিকল হাতে তুলে প্রাণপণে দৌড়ে চলল দুর্গের দিকে। সে অনবরত চিৎকার করছে: 'বাঁচাও, ভাইসব!'

পনেরো জনের মতো কসাকের দল দেখে তাতারেরা ভয়ে আর এগোল না। জিলিন টলতে টলতে কসাকদের কাছে পৌছল। তারা জিলিনকে ঘিরে প্রশ্ন করতে লাগল-কে তুমি? কী কর? কোথায় বাড়ি?

কিন্তু জিলিন তখন কোনো কথাই বলতে পারল না। কেবল কেঁদে কেঁদে বলছিল: 'ভাইসব, ভাইসব!' ইতোমধ্যে সৈন্যরা দুর্গ থেকে এসে গেছে। তারা এসেই কেউ তাকে রুটি, কেউ পানি, কেউবা গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিল। কয়েকজন মিলে তার পায়ের শিকল ভেঙে ফেলল।

অফিসাররা তাকে চিনতে পেরেছিল। তারা জিলিনকে দুর্গে পৌছে দিল। বন্ধুবান্ধব ও সৈন্যরা তাকে ফিরে পেয়ে কী খুশিই না হয়েছিল। জিলিন তাদের কাছে সব ঘটনাই বর্ণনা করল।

এক মাস পরে কোস্টিলিন মুক্তি পেয়ে ফিরে এলো-তাকে পাঁচ হাজার রুবল দিতে হয়েছে প্রাণের জন্যে। কিন্তু তখন সে প্রায় মৃত।